নীরা

নীরা।

সামাজিক নাটক।

শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা
প্রণীত।

কলিকাতা; সাহিত্য যন্ত্র।
১৩০৩।

১৩।৭, বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
২০১, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

উপহার।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী

স্নেহাস্পদেষু।

এই আমার প্রথম গ্রন্থ নীরা
তোমায় উপহার করিলাম; ইতি।

তোমার দাদা।

নীরা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

কেশবচন্দ্র মিত্র, একজন ডাক্তার; এস্. ঘোষ, একজন ব্যারিষ্টার; নারদা [নীরা], কেশবচন্দ্রের কন্যা; নিতাই প্রভৃতি, কেশবচন্দ্রের ভৃত্য; নবীনচন্দ্র বোস, কেশবচন্দ্রের শ্যালক।

দৃশ্যবিবৃতি।

প্রভাত। গঙ্গাতটে বৃহৎ অট্টালিকা, কিছু ভগ্নাবস্থা; চৌদিকে উদ্যান, অযত্নে শ্রীহীন। সম্মুখের বারাণ্ডায় কেদারার উপর কেশব বাবু বসিয়া। পরিধানে অশ্বারোহণোপযোগী ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, উত্তীর্ণ যৌবন, চিন্তারেখান্বিত প্রশস্ত ললাট। দক্ষিণ হস্তে অর্দ্ধনিঃশেষিত Cigarette, বাম হস্তে ক্ষুদ্র মস্তক ন্যস্ত। বসন্ত কাল; চৌদিকে পাখীর কলধ্বনি।

কেশব।

[সম্মুখের কেদারা হইতে সজোরে পা নাচাইয়া] হরে! কাপড় নিয়ে আয়।

সহিস।

[সুসজ্জিত পরিচ্ছদে] হজুর ! ঘোড়া তৈয়ার হ্যায়।

কেশব।

[আকাশের দিকে চাহিয়া কিছু মন্দ স্বরে] খোল্ দেও ; আজ নেহি যায় গা।

সহিস।

[একটু কাছে আসিয়া] হজুর—

কেশব।

অরে গধা খোল দেও, আজ ফিরনে নেহি যায় গা।

[নিঃশব্দে সহিসের প্রস্থান, যাইতে যাইতে একবার পশ্চাতে দর্শন।]

[হরি ধুতি ও পিরান লইয়া প্রবেশ, ও বেশ-পরিবর্ত্তনে নিযুক্ত।]

কেশব।

নিতাই !

নিতাই।

[প্রবেশ করিয়া] আজ্ঞে।

কেশব।

বাড়ীর সম্মুখের Signboardটা কি এখনো আছে ?

নিতাই।

আজ্ঞে কোন Signboard ?

কেশব।

তোমার মাথা, বাড়ীর সম্মুখে Signboard আবার ক'টা আছে ?

নিতাই।

আজ্ঞে, সে দিন সব মেরামত হ'ল, সে ত এখনো বেশ আছে।

কেশব।

তুমি মেরামত করিয়েচ, সে কি যাবার যো আছে! যা হোক আজি সেটা ভেঙ্গে ফেল। আর এর পর থেকে যে কোন patient আস্‌বে,—বলবে আমি বাড়ী নেই, আমি এখানকার practice উঠিয়ে দিয়েছি।

নিতাই।

আপনি তবে কোথায় যাচ্চেন?

কেশব।

সে পরামর্শ কাল তোমার সঙ্গে করা যাবে, আপাততঃ যা বল্লাম, তাই করগে। হ্যাঁ, আপিস ঘরে লোক টোক এসেছে না কি?

নিতাই।

আজ্ঞে এসেচে বই কি, এরি মধ্যে ১৫।২০ জনের বেশী এসে বসে আছে।

কেশব।

রেজিষ্টারি বই খানা এনে দাও, আর যত নতুন লোক এসেছেন বলে দাও, আজ আমার সময় হবে না। একেবারে অন্য যায়গায় যেতেই বলে দিতে পার। এখুনি বলে এসো।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

কেশব।

খানসামা!

[খানসামা প্রবেশ করিলে]

কফি লে আও, আর Benidictineকা বোতল লে আও, বেয়ারাকো বোলো ঘোষ সাহেবকো সেলাম দেনে।

নিতাই।

[রেজেষ্টারি হস্তে প্রবেশ, কেশবকে দিয়া] হুজুর! বলে এসেছি, কিন্তু অনেকেই উঠতে চাইচে না, আপনার সঙ্গে এক বার দেখা না করে যেতে চায় না।

কেশব।

একবার bull terrierটাকে নিয়ে, সেইখানে ছেড়ে দাও, আর বেশী কিছু করতে হবে না, আর বোসো,—সেই ছোঁড়া স্থরেন না কে, সেটা এসেচে, তাকে ৪৲ টাকা দিয়ে দাও, আর অন্য কাউকে ডেকে নিয়ে যেতে বলে দাও। আর যত দিন তার মার অসুখ ভাল না হয়, যা দরকার, তা দেবে।

[খানসামার tray হস্তে প্রবেশ, coffeeতে Benidictine ঢালিয়া কেশবের পান, পিছনে পিছনে ঘোষ সাহেবের প্রবেশ।]

ঘোষ।

Hullo old chap! আজ ব্যাপারটা কি, এরি মধ্যে তলব যে, তা বান্দা সব সময়েই হাজির আছে, হুকুম কি?

কেশব।

বড় কিছু নয়, ধূম পান, আর Benidictine ভাল না লাগে,

যা ইচ্ছা হুকুম কর। বাড়ীতে মক্কেল টক্কেল এসে থাকে, তাদের জন্যও ঠাকুরের প্রসাদ কিছু পাঠিয়ে দেওয়া যাচ্চে।

ঘোষ।

আজ যে মেজাজ দরিয়া দেখচি, এত ফুর্ত্তি কিসের?

কেশব।

ফুর্ত্তি হবে না বাবা, আজ গোলামির এস্‌তফা দিয়েচি। এখন এ ভাঙ্গা খাঁচা ছেড়ে ওড়বার চেষ্টা দেখা যাচ্চে।

ঘোষ।

নিজে ওড়ো তাতে ক্ষতি নাই, আর কাউকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্চনা ত, ব্যাপার খানা কি?

কেশব।

[আবার পান করিয়া] কি দাদা সক্ কাট্‌চো যে?

ঘোষ।

[একটু পান করিয়া] তোমার যে শুক্‌মারা বিত্তে হ'ল দেখচি।

কেশব।

[আবার পান করিয়া] নহে শ্যাম শ্যামনাম, অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিত বলে গেচেন, হৃদয়ে অরণ্যগর্ভস্থিত ঘনীভূত তামসী নিশা, শুধু মাঝে মাঝে সাগরহৃদয়বিচারী প্রভাত সমীরণের কোমল স্ফুরণ। এতে এক আধ রোজ morning walk করতে বেরুবো না কেন বাবা?

ঘোষ।

ওহে তুমি নিতান্ত পেঁচী দেখ্‌চি; এরি মধ্যে এলো মেলো বক্‌তে আরম্ভ করলে। যা হোক, আমি চল্লাম বাবা, কুসংসর্গ

ত্যাগ করাই ভাল। না হে অনেকগুলো মক্কেল বসে রয়েচে, তারাই বা মনে করচে কি ?

কেশব।

মক্কেল ! [হাস্য] না, চটো না, সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে গোটা কতক কথা ছিল, আমি বাবা বিলেত চল্লেম ; আর তুমি ত দাদা এ সব বিষয়ে এক রকম আমমোক্তার বল্লেই চলে, আমার সব ঠিক ঠাক করে দাও দিকিন।

ঘোষ।

আচ্ছা, সে সব হবে অখন, তীর্থে যাবে তার আবার পাণ্ডার ভাবনা।

কেশব।

হবে অখুনিব কাজ নয়, ইয়ারকির কথা নয়, এখুনি বসে ঠিক কর, "শুভস্য শীঘ্রং"—

[১৩। ১৪ বৎসরের বালকের প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের প্রবেশ।]

আ মলো !—এ বেটা এখনো যায়নি নাকি ? একে এখানে নিয়ে এসে হাজির কব্‌লে যে ?

নিতাই।

আপনার সঙ্গে দেখা না করে কোন রকমেই নোড়বে না ; জোর করে এখানে এসেচে।

কেশব।

আর তুমি লক্ষ্মণের ফল ধরে ছিলে নাকি, নেকা বেটা জোর করে এখানে এসেচে।

বালক।

ডাক্তার বাবু, মার বড্ড অসুখ বেড়েচে, আপনি না গেলে মবে যাবে [ক্রন্দন]।

ঘোষ।

এ আহ্লাদে মাণিকটি কে হে, আব তোমায় না পেলে মা বাচবেন না, তিনিই বা কিনি ?

কেশব।

হ্যাঁ, দাদা, তবে বুঝলে কি না, এখনো আমি তোমাব মত শিবুলি কাটিনি; না, তোমায় আবার চটাব না, তুমি এখন আমাব ধৰ্ম্মবাপ। [আবার পান কবিয়া] কিন্তু ও যাদু, এখন ত আমি তোমাব মাকে দেখতে যেতে পাববো না; ও তোমায় টাকা দেয নি ? অন্য কাউকে ডেকে নিয়ে যাও না। লক্ষ্মী চাঁ আমাব, সেই ও পাড়ার বলাইকে নিয়ে যাও না।

বালক।

মা আমাব মবে যাবে [ক্রন্দন]।

ঘোষ।

আবে ভাল আপদ দেখ্‌চি, বল না, ছি থুড়ি, বেটাকে tell কব না, যাবে অখন, এখন ত বিদেয় হোক।

কেশব।

Tell ত করবো, কিন্তু বাবা আমি যে মাতাল হয়েচি, পঁউচে দিযে আস্‌বে ত—আচ্ছা রে বাবা যাব অথন, তুই যা, কাঁদিস্ নে আর।

[বালকের প্রস্থান।

[খানসামার প্রবেশ।]

হজুর, নবীন বাবু আতেঁ হ্যায়, ই সব উঠা লে যাঁয় ?

কেশব।

রহনে দো, উস্‌কো কেঁও ঢুক্‌নে দিয়া ? এসো নবীন বাবু, এক গেলাস টানো।

[নবীন বাবুর প্রবেশ।]

নবীন।

দুর্গা দুর্গা ! সকাল বেলাই এই কাণ্ড ! এখন দেখচি রাজমোহিনী সুখে মরেচে, আর ঘোষ সাহেব আপনি ভদ্র লোকের ছেলে, আপনার এ কি কাজ ?

কেশব।

কার কি কাজ পরে হবে, সাম্‌নে দোর দেখতে পাচ্চ।

ঘোষ।

Ta ta old chap !

[সবেগে প্রস্থান।

নবীন।

অ্যাঁ, একেবারে গোল্লায় গেছ ?

কেশব।

আর তুমি যমের বাড়ী যাবে [উঠিতে গিয়া কাপড়ে লাগিয়া tray সশব্দে পতন—নবীনের গলা ধরিয়া দরজা পর্য্যন্ত রাখিয়া আসা।]

[গৃহাভ্যন্তর হইতে বামাকণ্ঠ—]

বাবা, বিদ্যাপতির আমি সে সবটা মুখস্থ করেছি, শুন্‌বে ?

নীরা।

[প্রবেশ করিয়া] একি বাবা!

কেশব।

[Easy chairএ বসিয়া দুই হাতে মাথা তুলিয়া ধরিয়া] মা, আমি না—তোমার বাবা, গোল্লায় যাচ্চে।

নীরা।

[পিতার গলা জড়াইয়া] বাবা!

কেশব।

বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতি,—সখি কেবা শুনাইলে শ্যাম—না ভুলে গিয়াছিলাম, আমার যে Engagement রয়েচে, আমায় যে যেতে হবে।

নীরা।

কোথায়, আমি যেতে দেবো না, এখন ত তুমি যেতে পারবে না—এ কি করেচ বাবা!

কেশব।

ছি! ছোঁড়াটার মা মরে যাবে যে, এখুনি ফিবে আসবো অখন, যেতে পারবো না? দেখ দেখি—কেমন হাঁটি হাঁটি পা পা।

[কেদারা হইতে উঠিয়া, দু চার পা গিয়া
অন্য কেদারায় অবস্থান।]

নীরা।

[পিতার জানুর উপর মাথা থুইয়া] মা গো! এ কি হলো মা!

[ক্রন্দন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

কেশব; নীরা;—কেশবের মাতা ও তাহার
ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র।

দৃশ্যবিবৃতি।

বাড়ীর অন্য দিকের বারাণ্ডা; সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, প্রদীপ নাই; দুই একটা চামচিকা উড়িয়া বেড়াইতেছে; কেশব ও যোগেশ বেতের মোড়ায় বসিয়া।

কেশব।

দাদা, তুমি নিজে এলে ত এলে, মাকে আবার সঙ্গে করে নিয়ে এলে কেন? তাঁর মিছে মনে কষ্ট বাড়ান।

যোগেশ।

তাঁর মনের কষ্ট কমাবার জন্যই এনেছি, আর তিনি ত নিজেই জোর করে এলেন, সে সব যা হোক, এখন কি করবে বল?

কেশব।

আমায় কি করতে বল?

যোগেশ।

আমি আর কি বল্‌বো, নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছো সোনার সংসার ছারখারে গেল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তোমার স্ত্রী মনের কষ্টে আত্মহত্যা কর্‌লে। তুমি মার ছোট ছেলে, কি কষ্টে মা তোমায় ছেড়ে আছেন, তা আমি জানি; তুমি জান না। আর এ দুর্ঘটনার

পর থেকে তিনি ভাল করে আহার করেন না, এ রকম করে ক'দিন বাঁচবেন, পরমেশ্বরই জানেন। আর কিসের জন্য তুমি এত সব কোর্‌চো, দেশের উপকার কর্‌তে চাও যত ইচ্ছা কর, তাতে আমি তোমার বিরোধী হব কেন? কিন্তু নিজের গৃহ শ্মশান করে তুমি দেশের কি মঙ্গল কর্‌বে, আমি ত বুঝতে পারি না।

কেশব।

আমিও তাই ভাবচি, এত দিন পরে আমার নিজের উপরে ঘোর অবিশ্বাস হচ্ছে, নিজের উপরে, সংসারের উপর, ঈশ্বরের উপর, সকলের উপর ঘোর অবিশ্বাস হচ্ছে, আজ আমি সত্য সত্যই নিতান্ত দুঃখী।

যোগেশ।

দুঃখের এ সময় নয়, তোমার মত জ্ঞানী ও সত্যনিষ্ঠ লোকের দুঃখেরই বা কারণ কি? এখন যা হয়ে গেছে তা হয়েছে, এখন যারা আছে, তাদের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। আর অন্য লোক যাই বলুক, আমি তোমায় জানি।

কেশব।

দাদা! কিন্তু আমায় আর ফির্‌তে বল্‌চো কেন? আমার জীবনের প্রদীপ প্রায় নিবে এসেচে, চিরদিন যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এসেচি, জীবনের যাহা আদর্শ করেচি, দু'দিনের জন্য মিছে তা' ছাড়তে বল্‌চো কেন? তুমি ছেলেটা মেয়েটা নিয়ে যাও, তুমি আর মা যা ভাল মনে করো তাই করো।

যোগেশ।

না; তুমিও দিন কতকের জন্য আমার সঙ্গে এসো। আমি শুধু তোমার ছেলে মেয়ের জন্য আসি নি। তোমাকে একলা

এ রকম কষ্টে ফেলে গিয়ে আমি কখনো নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারবো না, আর আমার চখে তোমার এ সমস্ত চেষ্টা মিছে হচ্চে। দেশ তোমাকে চায় না, তুমি যাহাকে সত্য বলে জান, দেশ তাহাকে ঘৃণা করে; বোধ হয় বাঙ্গালায় এমন কেউ লোক নেই যে, আজ তোমার বিপক্ষে দু'কথা কইবে না; তবে তুমি দেশ দেশ করে মর কেন? আর হয় ত দেশের এত লোক যাকে ভাল ব'লে মনে করে, তাই সত্য হবে।

কেশব।

দাদা, আমায় দিন কতক সময় দাও। তুমি বললে আমার অন্তর জান, দেশ আমায় না চাক, তাতে আমার কোন কষ্ট নেই; আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে তাতেও—সে যাক। কিন্তু আমি জেনে শুনে সহস্র মিথ্যাবাদীর মাঝখানে আর একজন মিথ্যাবাদী হয়ে কেমন করে থাকি। দাদা, আমার ভাববার তুমি কিছু সময় দাও; এটা ফাল্গুন মাস, আমি বোশেখ মাসে তোমার কাছে যাব, পারি ত আবার নূতন পথে চলবো।

যোগেশ।

আর নীরদার বিয়ের কথা, তার প্রায় ১৪ বছব বয়স হলো,—মার ত ঐ হয়েছে এখন জেদ।

কেশব।

আমি তাই ত ভাবচি।

যোগেশ।

আমি দেখচি তোমার আর ভাবনার শেষ নেই, ঐ দেখচি মাও এসে উপস্থিত হলেন।

[মাতার প্রবেশ।]

মাতা।

বাবা কুড়োরাম, লুচি গুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কখন থেকে ডাকাডাকি করচি; বলি মার কথা কি একটা শুনতে নেই? ভেবে ভেবে ছুটো মড়া হাড় হয়ে যাচ্চিস, বুড়ো বয়সে আর কত কি কপালে আছে, পরমেশ্বরই জানেন।

কেশব।

মা চল না—এই যাচ্চি, দাদাও ত এখনো কিছু খায়নি।

মা।

দাদারো তো তোমারি মত বুদ্ধি হচ্চে, তা না হলে এই অন্ধকারে এখানে তোমায় বসিয়ে রাখে। মাগো কি হানা বাড়ী! আর তুই সোমত্ত মেয়েটাকে একলা পুরে রেখে নিশ্চিন্দি হয়ে রয়েচিস। তা তোর এ রকম বুদ্ধি না হলে আমার কপাল পুড়বে কেন। বাবারে! আমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল রে! [ক্রন্দন] ওরে কুড়ো! তুই আমার বুকে পা দিয়ে মেরে ফেলরে! এ রকম দগ্‌ধে দগ্‌ধে আর মারিস নেরে।

যোগেশ।

মা, ছি ছি! কি করো? তুমি এখানে এলে কুড়োকে বোঝাতে, না তুমিই আরো কান্নাকাটি করচো?

মা।

ওরে কি করে আর আমি চুপ করি রে!

[নীরার প্রবেশ।]

নীরা।

ঠাকুমা ঠাকুমা, এই যে তুমি বললে তুমি আর কাঁদবে না, আমি তা হলে চল্লাম, চড়ায় একলা বেড়িয়ে বেড়াতে।

মা।

না মা কাঁদচি কই, অন্ধকারে একলা কোথাও যাওয়া আসা কোরো না, লক্ষী মেয়ে, বুড়ী ঠাকুমার কথা শুনতে হয়। নাত্‌নি ঠাকুমার সেবা করতে আমার সঙ্গে যাবে।

নীরা।

বাবা!

কেশব।

কি?

নীরা।

তুমি কি ভাবচো?

যোগেশ।

নীরি, তুই ঠাকুমার সঙ্গে যাবি; সেখানে তোর জেঠিমা আছে, শৈল আছে, ভূপেও যাবে।

নীরা।

আর বাবা?

যোগেশ।

বাবা তোর দিন কতক পরে যাবে।

নীরা।

[ধীরে ধীরে পিতার কাছে গিয়া পিতার স্কন্ধে হাত রাখিয়া দাঁড়ান।]

মা।

ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে, বাপকে ছেড়ে তোমার যেতে হবে না, বাবা কেমন না যায় দেখ্‌বো। এখন সব নীচে আয় দিকিন, লুচি গুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

ঠাকুমা ; নীরদা ; এক জন পশ্চিমা দাই ; ভূপেন্দ্র বাবু, নীরদার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; ক্ষীরদা, প্রতিবাসীর কন্যা।

দৃশ্যবিবৃতি।

বৈকাল। দাই প্রদীপে তৈল প্রভৃতি দিতে ব্যস্ত ; ঠাকুমা প্রভাতের কুট্‌না কুটিতে রত।

দাই।

কি কহবো মাইজি—মেইয়া মানুষকে এৎনা বাগ ত হোনে নহি চাহিয়ে, আউব এইসা ভালা মানুষ বাবু—কভিবি একটা বাত ভি বোল্‌তে নেহি শুনা।

ঠাকুমা।

ছোট লোকের মেয়ে, তা না হলে কি এমন কাম করে? আর তুই ত ভাল মানুষের মেয়ে, দেখ না কেন, আমার ছেলে মাটীর মানুষ, কি আর করেছিল—কিস্তানো হয়নি, মোচনমানো হয়নি। মেয়ের বিয়ে,—সে কথা বুঝিয়ে বল্লেই হতো ; তা ওদের গুষ্টিই পাগল,—এক জন ত জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে,—নীরি কোথায় গেল রে?

দাই।

হাঁ মাইজি, আপনি বেটীকে অপ্‌না সঙ্গে নিয়ে যাও, হিঁয়া বেটী বাঁচ্‌বে না। ওকার মাতারি ডেকে নেবে। আর দিন রাত শুধু কিতাব নিয়ে পড়ে থাকে, অন্ধারা হয়ে গেলো, এখনো কোনের ঘরে একেলা শুতাল আছে।

ঠাকুমা ।

নীরি, নীরি, সন্ধ্যা হয়ে গেল তোর কি আর লেখা পড়া সাঙ্গ হ'ল না লা—বেরিয়ে আয় বল্‌চি, কোথায় ঘরকন্নার দুটো কাজ শিখবে, না রাত দিন শুধু পড়া পড়া পড়া !

নীরা ।

[প্রবেশ করিয়া] কেন ঠাকুরমা ?

ঠাকুমা ।

তুই কাঁদছিলি না কি লা, চোক দুটো লাল হয়ে উঠেছে যে ?

নীরা ।

না ঠাকুরমা, কাঁদব কেন ? আচ্ছা ঠাকুমা, বইয়ে যে কি সব মিছে কথা লেখে,—মলে পর যে আবার দেখা হয় বলে—

দাই ।

মিছা কাহে বল্‌বে, হামি ত কাল্‌হি রাতকে দেখলি হুঁই ।

ঠাকুমা ।

চুপ কর মাগি, কি বলে তার ঠিক নেই । মেয়েটাকে শুধু ভয় দেখান । ছি মা ! ও সব কথা ভাবতে নেই ; মা কি আর কারো মরে না ? বাবা রয়েচে, ভূপে রয়েচে, আমরা সবাই রয়েচি, তুই ছেলে মানুষ, তোর এ সব ভাবনা কি ?

দাই ।

হম চল্লি থোড়া তামাকু লানে । মাইজি খুব আচ্ছা করে বুঝা পড়া করুন আপনে ।

[প্রস্থান ।

নীরা।

আচ্ছা ঠাকুমা, স্বর্গ কোথায় আছে? যুধিষ্ঠির না স্বশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, সে সব গল্প আমায় করো না।

ঠাকুমা।

ছি মা, তবু তুই ঐ সব কথা নিয়ে থাকবি। আর আজ কাল কলিকাল, আজ কাল কি আর স্বশরীরে স্বর্গ পাওয়া যায়? বলে—লোকে মলেই স্বর্গ পায় না।

নীরা।

তবু আমায় ঐ সব গল্প বল না ঠাকুরমা, সেই যে দুর্য্যোধন—

ঠাকুমা।

চল্‌না মা আমার সঙ্গে, কত তোকে রামায়ণ মহাভারতের কথা শোনাব এখন। আমার কি আর মনে আছে, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, আর তুই এখন ও সব কথা রাখ দিকিন।

[খিড়কীর দ্বার হইতে এক নবমবর্ষীয়া বালিকার প্রবেশ, মস্তকে সিন্দূরবিন্দু, মাথায় কাপড় দেওয়া; অন্য দ্বার দিয়া ভূপেন্দ্র বাবুর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ—বয়স ছয় বৎসর, সাটীনের জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।]

ক্ষীরদা।

প্রণাম ঠাকুমা।

ঠাকুমা।

এস মা, এস!

ভূপেন্দ্র।

ও দিদি দেখ না, হুদে আমার নতুন জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দিয়েচে।

ঠাকুমা।

তা যাক্‌গে বাবা, আবার নতুন সাটীনের জামা আমি কিনে দেবো এখন! এসো, আমার কোলে এসো। কত খাবার করেচি দেখবি আয়!

নীরা।

আমি বাবাকে বলে দেব এখনি ভুপে, খুব মজা হবে!

ক্ষীরদা।

ওমা! একটি ভাই, তাকে বুঝি তোমার এই ভালবাসা? তাতে আবার বাছার মা নেই।

ঠাকুমা।

ও মেয়ের কি আর কিছু বুদ্ধি আছে, তুমি দু'চারটে কথা বলো ত মা, আমি ছেলেটাকে ভুলিয়ে আসচি।

[ভূপেনকে লইয়া প্রস্থান।

নীরা।

আয় ক্ষীরি, আমরা দু'জনে চড়াতে দৌড়দৌড়ি করি।

ক্ষীরদা।

আ মর ছুঁড়ি! বয়স কি আর হয় নি নাকি, বিয়ে হলে চার ছেলের মা হতিস—আর আমি ত তোর মত বেহায়া হইনি—আমার শ্বশুরবাড়ীতে শুন্‌লে বল্‌বে কি লা?

নীরা।

তবে ভাই আমি একলা গঙ্গাতীরে বেড়াতে যাই।

ক্ষীরদা।

ও বাবা! এত গুমর কিসের, বিয়ে কি আর কারো হয় না লো, ও জানি লো জানি, তোর ঠাকুমা তোকে বিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে যেতে এসেচে।

নীরা।

আজ বুঝি পূর্ণিমা—কি মস্ত চাঁদ উঠেছে, আমি ভাই গঙ্গায় ডুব দিতে চল্লাম—দেখবি আয়, কত দূর সাঁতার দিয়ে যাই!

[গমনোন্মুখ।

ক্ষীরদা।

আমার আর কাজকর্ম্ম নেই, কত কাজ ফেলে এসেছি, মেয়ের ঠেকার দেখে বাঁচিনে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

চরিত্রবিবৃতি ।

কাশীনাথ ; পশ্চিমাঞ্চলবাসী ওস্তাদ ; নীরা ; কেশব ; মিঃ ঘোষ ।

দৃশ্যবিবৃতি ।

গঙ্গাতটে শুভ্র প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের উপর একটা গালিচা পাতা । কাশীনাথের পরিধানে সাদা মিরজাই ও আলখাল্লা, সুদীর্ঘ আকার, অৰ্দ্ধপলিত কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, হস্তে তানপুরা । নীরা সদ্যঃস্নাতা, অবেণীবদ্ধকেশা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় শুভ্র কুসুমহার, পরিধানে শুভ্র বসন, হাতে বীণা । গঙ্গাবাহী মলয় পবনে কানন কম্পিত, আকাশে চাঁদ ।

নীরা ।

ওস্তাদজি ! আজ আপনি বাজান, আমি শুনি, আমার গলা ধরে গেছে, আমি আজ গাইতে পারবো না ।

কাশীনাথ ।

বেটী জান, দিল্‌মে তাগদ করো, ভবানীকে দোয়াসে, ফেন সব আচ্ছা হো যায়গা । আনা জানা ত দুনিয়াকা লীলা হ্যায় । তুম সব জান কর কেঁও নই সমঝ্‌তী । হম ভজন গাওয়েঁ ।

নীরা ।

না, আজ গান নয়, আজ শুধু বাজান, আমি শুনি ।

কাশীনাথ ।

শঙ্কর তোম পর দোওয়া রক্ষে, কেয়া বাজায়েঁ ফরমাও ।

নীরা ।

আপনার যা ইচ্ছা ।

কাশীনাথ।

এয়া গুরু, দোয়া তুম্‌হারি [পাশ হইতে সেতার উঠাইয়া লইয়া, নির্ব্বাক হইয়া ১০।১৫ মিনিট বাদ্য; নীরা প্রথমে নিঃস্পন্দ, ক্রমে হৃদয় উদ্বেলিত, গভীর নিশ্বাসিত, তাব পরে চখের কোণে জল।]

কাশীনাথ।

[কিছু ক্ষণ পরে চোথ তুলিয়া] বেটী, রোতি কেঁও ?

নীরা।

আপনার বাজনা শুনে।

কাশীনাথ।

এয়া ওস্তাদ ! সংসারকে মায়া ছিন্ন করো, রোয়ো মত বেটী, অভ্ তুম বাজাও।

নীরা।

[ক্রোড়স্থিত বীণা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া বাদ্য, বৃদ্ধের কম্পিতাধর, ক্রমে নয়নে জল।]

কাশীনাথ।

ইয়া বুলবুল মেরী, এইসহি বাজাওগি—মট্টিকা দেহ যব মট্টি হো যাগা, তব মেরে শিরহানা পর বৈঠকে এইসহি বজাইও বেটী, সাবাস তোমারি হাতকি, এয়া গুরু, এয়া গুরু !

নীরা।

কিন্তু আর বাজিয়ে কি হবে ? আমি ত চলিলাম।

কাশীনাথ।

কেয়া ?

নীরা।

আমি আমার জেঠামশায় ও ঠাকুমার সঙ্গে কলিকাতায় যাচ্চি।

কাশীনাথ।

এয়সা বাৎ মৎ কহনা বেটী,—ইয়হা বুড্ঢাকা কেয়া হাল বানাকর যায়গি।

নীরা।

ঐ সেতারই আপনার মেয়ে, ঐ আপনার সর্ব্বস্ব।

[বাগানের দরজা দিয়া Ghose সাহেবের প্রবেশ]

ঘোষ।

Good evening Miss Mitter! music hath charms না কি বলে, Shakespere কি বলেছেন না, সাধ্যি কি, কাটাবার যো আছে? কিন্তু আপনি যে মাটীতে squat করে মাথায় চন্দন দিয়ে রীতিমত চেলা হয়ে বসেছেন।

নীরা।

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা ছিল,—রীতিমত আমাদের আগেকার গান শিখব। কেন, আপনার কি আমাদের দেশের গান ভাল লাগে না?

ঘোষ।

ভাল লাগবে না কেন? তবে কি জানেন, বড় ঘ্যানঘ্যানানি নাকী সুর। কই, একটা blood-stirring war song গান দিখিন, কিম্বা কিছু একটা manly রকমের। আচ্ছা ওস্তাদজি, আপ time রাখনে জান্তে? হম পিয়ানো বাজানেসে উস্কা সাত গানে সাকেগা?

কাশীনাথ।

[একবার ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ঘোষের দিকে কটাক্ষ]

নীরা।

Mr Ghose! আপনি আমার গুরুকে ঘাঁটাবেন না। ইনি আপনার পিয়ানোর সঙ্গে time রেখে গাইতে পারবেন কেমন করে? তার ত একটা বিশেষ শিক্ষা চাই! কিন্তু আপনিই না হয় একটা ইংরিজি গান গা'ন না, আপনার গলা ত বেশ ইংরেজের মত।

ঘোষ।

গলা থাক্‌লে কি হবে, ও সব কাজে আমার বড় time নাই; Law is my only mistress, কিন্তু আপনার অনুরোধটা ঠেলা ভাল দেখায় না।

[একটা Garden seatর উপরে পা উঠাইয়া দিয়া পেণ্টু-লেনের দু পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া গান]

"Should old acquaintance be forgotten
Days of auld langsine,"

[৫। ৭ বার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এই দুই লাইন মাত্র গান।]

কেশব।

[কিছু দূর হইতে]—থাম, থাম, কি ভয়ানক ষাঁড়ের চীৎকার! পাড়ার ধোপাদের উপরে এ অত্যাচার কেন, এখনি ছুটে আসবে এখন, [কাছে আসিয়া]—মা এখুনি টের পাবেন, একটা কাণ্ড হয়ে পড়বে, নীরা তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও।

[নীরার ধীরে ধীরে ভিতর-বাড়ীর দিকে গমন।

কাশীনাথ।

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নীরার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া] বিবি, [করুণ নয়নে কেশবের দিকে চাহিয়া]—হুজুর! শুন্তে হ্যায় বিবিজান কল্‌কত্তে চলি যাইঙ্গি।

কেশব।

চলিয়ে কাম্‌রে মে, সব হাল শুনিয়ে গা, এস হে ঘোষ!

[তিন জনে পাশাপাশি, কেশবের বসিবার ঘরের দিকে গমন; কাশীনাথ সেই গৃহদ্বার হইতে অন্দরমহলের দ্বারে স্থিতা অনিমিষনয়না নীরার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি।]

পঞ্চম দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

কেশব, যোগেশ ও নীরদা।

দৃশ্যবিবৃতি।

কেশবের পাঠগৃহ ; প্রভাত ; সমস্ত বাতায়ন উন্মুক্ত ; উন্মুক্ত দ্বার দিয়া সম্মুখের বারাণ্ডা দেখা যাইতেছে। যাত্রা-উপযোগী সমস্ত জিনিষ পত্র বাঁধা, বিবিধ প্রকারে ছড়ান রহিয়াছে। কেশব কক্ষে পদচারণায় ব্যস্ত।

কেশব।

[স্বগত] এত দিন পরে বাসা ভাঙ্গলো! গৃহ আমার আজ সত্য সত্যই শ্মশান। কার দোষে, তার না আমার ? সে চিন্তা মিছে, সব মিছে। [ক্ষণৈক পদচারণ] কিন্তু মেয়েটা—তাকে ছাড়ি কেন, তার কি দোষ ? আমি কে ?—আজ যদি মরি, কাল তার দশা কি হবে। সত্যের সাহস নেই—সত্যের মা বাপ নেই—সত্য মরেচে, তার সঙ্গে আমরা মরি কেন ?—না, আর না ; চিন্তা অনন্ত—অদৃশ্য অনন্ত—বুঝি বা অদৃষ্টই হবে—

[বাহির হইতে]

বাবা!

কেশব।

মা—

নীরা।

[প্রবেশ করিয়া] ট্রেনের সময় হয়েছে, ভেতরে ঠাকুমা তোমায় ডাকুচে।

কেশব।

[অত্যন্ত ধরা গলা] এখনো আধ ঘণ্টা রয়েচে, এরি মধ্যে এত তাড়াতাড়ি কিসের। চল, আমি আস্‌চি।

নীরা।

বাবা!

কেশব।

নীরা!

নীরা।

[কেশবের কাছে আসিয়া কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া] বাবা, আমি সব বই গুলো নিয়ে যাব, কত দিনের জন্য কল্‌কাতায় থাকা হবে, তা বুঝে বই গুলো নি।

কেশব।

তা নাও না গোটা কতক বই। তোমার জেঠা মশায় আমার চেয়েও ভাল সংস্কৃত জানেন, তাঁর কাছে পড়বে।

নীরা।

[পিতার দুই হাত ধরিয়া মুখ পানে চাহিয়া] না বাবা, আমি আর কারো কাছে পোড়বো না, তুমি কবে যাবে, আমায় ঠিক করে বলো, কবে আবার আমরা ফিরে আস্‌বো? বলো, তা না হ'লে আমি যাব না।

কেশব।

[দুই হস্তে নীরার গণ্ডস্থল ধারণ করিয়া] ছি মা, দুষ্ট মেয়ে

হও না, জেঠা মশায়ের কাছে যাচ্চ—ভূপে যাচ্চে, তাতে আবার কষ্টই কি ? যাও, ভূপেকে ডেকে নিয়ে এস !

[নীরার প্রস্থান।

[কেশবচন্দ্র নিস্পন্দ, মাথায় হাত দিয়া মেজে বসিয়া ; কিছুক্ষণ পরে যোগেশের প্রবেশ।]

যোগেশ।

অমন করে রয়েছ যে ?—তুমি যে নিতান্ত মেয়েমানুষ হলে—যাবার সময় একটা কাণ্ড কবো না—ছেলে গুলোকে কে বোঝাবে ?

কেশব।

[স্থির স্বরে] দাদা ! আমার চিটি পাবার আগে নীরির কোন পাকাপাকি সম্বন্ধ কোরো না।

যোগেশ।

সে যা হয় হবে এখন, এখন সে সব কথা কেন, আমি জিনিষ-পত্র গুলো দেখে শুনে নি, তুমি একবার বাড়ীর ভিতর যাও না।

কেশব।

না, আমার একটা দরকারি call এসেছে, এখুনি বেরুতে হবে।

সহিস।

হুজুর ! গাড়ী তৈয়ার হ্যায়।

কেশব।

দাদা, তবে আমি চল্লাম, আর যা কিছু বলবার ছিল, চিটিতে লিখবো অখন।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

নিস্তারিণী বাবু, কলিকাতা শিমলা নিবাসী জনৈক অর্থসম্পন্ন, আর্য্যধর্ম্ম-অনুরক্ত প্রাচীন ভদ্রলোক; যোগেশ, নিস্তারিণী বাবুর পুত্র; শ্যামমাধব, বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক; হরি বাবু, আর্য্যসভার Joint Secretary; হারাধন বাবু, পাড়ার ডাক্তার; সীতারাম বাবু, স্থানীয় জমীদার।

দৃশ্যবিবৃতি।

নিস্তারিণী বাবুর বৈঠকখানা। তক্তাপোশ পাতা, বিছানার চাদর ও বালিশের গেলাপ আধ-ময়লা। হিন্দু দেব দেবীর বড় বড় ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান, অযত্নে গোটা কতকের কিছু দুরবস্থা। বৈঠকখানায় শ্যামমাধব বাবু একাকী আসীন; খান কতক কাগজ পড়িতে ব্যস্ত।

শ্যামমাধব।

[কিছুক্ষণ পড়িয়া কাগজ ফেলিয়া দিয়া] আরে লিখচি ও আজ দু বছর—লিখলে কি হবে? ভূতের বেগার, কাল যদি বলে

যা, তা বস্! না, একটা কিছু করতে হচ্চে—নিস্তারিণী বাবু—তা উনি কাগজ নিলেই বা আমার কি? না, এবারে কাজ পাকা করে আরম্ভ করতে হবে, বখরা বন্দোবস্ত না হলে শৰ্ম্মা এগুচ্চেন না। [দুয়ারের দিকে চাহিয়া] আরে বেটার ভ্যালা আহ্নিক তো, যত বেটা ভণ্ড জুটেচে!

[নিস্তারিণী বাবুর দ্রুত প্রবেশ; খড়ম পায়, গায়ে নামাবলী ও ললাট চন্দন-চৰ্চ্চিত।]

নিস্তারিণী।

আরে এ কে, শ্যামমাধব বাবু যে! বেশী ক্ষণ বসে নেই ত? আহ্নিক টাহ্নিক করতে বিলম্ব হয়ে পড়ে, আবাব আমার ও জানেনি তো। তা তামাক দেয়নি কেন, অরে গদা! শীগ্গির কায়স্থের হুঁকোতে তামাক সেজে নিয়ে আয়! [গদা নিরুত্তর।] তার পরে কি মনে করে? আপনারা দেখ্‌চি নিতান্ত নাছোড়বন্দা, আমার চেয়েও কত উপযুক্ত লোক রয়েছেন, আমায় সভাপতি টভাপতি কেন?

শ্যাম।

আপনি কি বলেন, তার ঠিক নেই! এ সভার উদ্যোগই বলুন আর যাই বলুন, আপনিই ত সব। আর ব্যাপারটা ত বড় সহজ নয়, বঙ্গদেশের কেন, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে। আপনারা কাঁধ না দিলে আর কে দেবে?

নিস্তারিণী।

সে সব ত জানি, তা ত বুঝলাম, কিন্তু—আরে দূর্ হোক, যখন আপনাদের পাল্লায় পড়েচি, আর কাজটায় হাত দিয়েচি ত এখন পেছুলে চলবে না। হ্যাঁ ভাল কথা, টাকা গুলোর কি

হচ্চে ? শুনলাম নাকি হরের হাতে সে সব ভার দিয়েচেন ; সে একটা ছোঁড়া, আর তেমন লেখাপড়াই বা কি শিখেচে ? Entrance ত বার পাঁচেক ফেল হ'ল। তাই বলছিলুম, আমাদের যোগেশ ও সব গুলো দেখুক না কেন ?

শ্যাম।

আমিও ত তাই মনে করছিলাম। তেমন কাজের জুৎই হচ্চে না ; কাজ এগুচ্চে কই ? মনে করুন কাগজ খানা, তাই বা ভাল চল্‌চে কই ? তাই আপনাকে একটা কথা বলবো মনে করছিলাম, আপনিই কাগজ খানা নিন না কেন ? অবিনাশ বাবু বড় বোজেন সোজেন না, তা না হলে কি, এই ভাল করে চলার কথা বলছিলাম। আর আপনাকে বিক্রি করতেও বোধ হয় অবিনাশ বাবুব কোন আপত্তি হবে না।

নিস্তারিণী।

না, তা কি হয়, অবিনাশ বাবু আমার পবম আত্মীয় ; বরং আমার দু' পয়সা ক্ষতি করে যদি তাঁব লাভ হয়, তা করতে আমি রাজি আছি। আর আজি না হয় কাগজের দু' পয়সা ধার দাঁড়িয়েছে, ও তো দু দিনে শোধ হয়ে যাবে ; আর তার পরে কাগজটার যে রকম নাম হয়ে দাঁড়াচ্চে, ও তো একটা মস্ত বিষয় হতে চল্লো। আপাততঃ আপনি কত করে পাচ্চেন ?

শ্যাম।

না, আমি নিজের কথা বলছিলাম না, তবে কাগজটা একটা মস্ত ব্যাপার, আর আমাদের সভারও এক রকম ডান হাত বল্লেই চলে, তাই এক হাতেই দুটো থাক্‌লেই ভাল হয়।

নিস্তারিণী।

তা দেখা যাবে অখন, তার জন্য তাড়াতাড়ি কি? যোগেশ কোথায় গেল, সে সব বোজে সোজে, আর তাকে নিয়েও লোকে এমনি পড়েচে, সে না হলে যেন কিছু হবার যো নেই! ঐ বুঝি আসচে।

[পদশব্দ ও হরিবাবুর প্রবেশ।]

আরে এসো, এসো হরিবাবু, এই তোমারি কথা হচ্চিল! ভায়া না হলে এ সব করে কে? কাগজপত্র গুলো এনেচো তো?

হরিবাবু।

এই ছাপিয়ে আনচি, একবার শেষ Proofটা আপনাকে দিয়ে দেখিয়ে নেব মনে করে এলাম।

নিস্তারিণী।

তা আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, তোমরা আজ কালের ছেলে, তোমরা দেখে দিলেই হবে। না হয় একবার যোগেশের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ না, ওরে ভোলা! ওরে বেটারা! এখনো তামাক আন্‌লিনে, এত গুলো চাকর, কাজের সময় কোন বেটা সাড়া দেবে না। একবার শীগ্‌গির বড় বাবুকে ডেকে দে দিকিন। আর তামাক নিয়ে আর শীগ্‌গির।

শ্যাম।

আমার "Leader"টা থেকে সেটা Quote করে দিয়েচো?

হরিবাবু।

তা দিয়েচি বই কি; শুনুন না, Quotation ঢের হয়েচে; Annie Besantর Speech থেকে আর Maxmuller থেকে

অনেক গুলো দিয়েচি। এই শুনুন না? আগে বাঙ্গলাটা পোড়বো, না আগে ইংরাজিটা? Quotation গুলো কিন্তু ইংরাজিতেই হয়েচে ভাল।

নিস্তারিণী।

আরে রও রও, লেখাপড়ার কাজে কি অত তাড়াতাড়ি করলে চলে? যোগেশকে আস্‌তেই দাও না ছাই, ও ইংরিজি টিংরিজি গুলো সে না হলে কি যুৎসই হবে? তার পর টাকা কড়ির কি হচ্চে হরিবাবু? শুনলাম না কি দর্ভঙ্গা এক কিড়িও দেয়নি?

হরিবাবু।

তা দর্ভঙ্গা নাই বা দিলে,—তেমনি হরিলাল কুণ্ডু পাঁচ হাজার টাকা দিয়েচে।

[হারাধন ডাক্তার ও যোগেশের প্রবেশ।]

ডাক্তার।

সক্কালে আবার ও বেটা কুণ্ডুর নাম কে করচে? এখনো যে খাওয়া হয় নি!—হ্যাঁ মশায় নিস্তারিণী বাবু, আপনার হরিসভায় হরিনাম হয় জানি, দেশের যত জোচ্চোর ছ্যাঁচড়ের নাম কেন? যাও ত হে যোগেশ! বাড়ীর ভিতরে দেখে এসো ত, আমি প্রতিভাকে দেখতে যেতে পারি কি না।

নিস্তারিণী।

আপনি যে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এলেন, একটু বসুন না, দেশ শুদ্ধই না হয় জোচ্চোরই হলো—আপনাদের সৎসঙ্গে তাদের যাতে উদ্ধার হয়, সে চেষ্টাও ত করতে হবে! [অট্টহাসি।]

হবিবাবু।

যোগেশ বাবু এসেচেন, এইবারে তা হলে পড়বো ত ইংরাজি-টাই আগে পড়ি।

শ্যাম।

হঁ্যা, ভাল কথা, একটা সংস্কৃতের Quatation দিলে হয় না?

ডাক্তাব।

কি ব্যাপারটা কি, ইংরাজি, সংস্কৃত, হবিনাম, সকলের শ্রাদ্ধ এক সঙ্গে কেন?

যোগেশ।

হরি! পড় না।

হরিবাবু।

তবে ইংরাজিটাই আগে পড়ি;—"preface. That this Snciety be called the Psycho-Occult-Philosophico-Social Aryan Society."

ডাক্তার।

আরে থামো থামো! [কাশিয়া] বিষম লেগে মারা যাবাব যোগাড় হলাম যে। কামানের গোলা সহ্য করতে রাজি আছি, কিন্তু ও দুর্জ্জয় নাম আর কি ফাস বল্লে, ও সব হজম করা এ গরিবের কাজ নয়। নিস্তারিণী বাবু মাপ কবিবেন, আমাদের খেটে খেতে হয়, ও আর্য্য সভা টভা আপনাদেরি পোষায়! যোগেশ এস, আমাব বেলা হ'ল।

[যোগেশের সহিত ডাক্তারের অন্দরবাটীতে প্রস্থান।

নিস্তারিণী।

এই রকম দশটা বেল্লিক মিলেই দেশটা উচ্ছন্ন দিলে। লোকটার ভড়ং দেখেচ ? practice ত কত! বেলা হ'ল—

[সীতারাম বাবুর প্রবেশ।]

আরে আসুন আসুন, আজ কি মনে করে, পথ ভুলে নাকি ?

সীতারাম।

আর মশায় নানান হেঙ্গাম, দেখা শুনো করবার কি জো আছে ? আবার দেখুন না নূতন বিপদ, Municipal chairman হবার জন্যে পাড়া শুদ্ধ ধরেচে।

হরি।

আপনাদের Election হয়ে গেছে নাকি ? এবি মধ্যে Chairman কি রকম ?

সীতা।

কেন ?

শ্যাম।

ও একই কথা,—Commissioner থেকেই ত Chairman বাচে, তাই সীতারাম বাবু বলচেন। শনিবারের কাগজটা দেখেচেন, আপনার হয়ে যে খুব দু কলম লিখে দেওয়া গেচে, কিন্তু কই আপনারা জমিদার লোক, আপনাদের দেশের জন্য কোন চাড় দেখি না; নিস্তারিণী বাবু! এই বেলা সভার Subscription Bookটা দিন না।

সীতারাম।

কিন্তু শ্যাম বাবু, এ কথাটা বড় অন্যায় হলো; আপনাদের কোন কাজে আমি নেই ? আর ও আর্য্যসভাটাতে দাদা ত

দিয়েচেন, আমাদের ত কোন কাজেই ভিন্ন নেই; জানেনি ত, আমাদের সব সাবেক চাল।

হরি।

[হাসিয়া] হঁ্যা, ভোট গুলোও কি দাদার জন্যে যোগাড় করচেন? নিস্তারিণী বাবু, আমাদের যে কাজ এগুচ্চে না। সীতাবাম বাবুব ভোটের যা হয় করুন।

নিস্তারিণী।

কি জ্বালা! শ্যামমাধবকে যে বলে ফেলেচি; দুদিন আগে এলেই সীতারাম বাবুকে না দিয়ে কি আর কাউকে দিতাম?

সীতাবাম।

না, সে সব হচ্চে না, আপনাব দুটো ভোট, নিদেন একটা না দিলে আজ আব উঠচিনে। আপনার বাড়ীর পাশের রাস্তা টাস্তা গুলো কেমন হয়ে রয়েচে দেখুন দিথি। শ্যামমাধব বাবু লেখাপড়া জানেন, নরেন বাবুও জানতেন। Councilএ ঝগড়া করতে পারেন, কাজের বেলা সব ফাঁকি। আমার ত ইচ্ছে আছে, আপনার এই বাড়ীব সামনের রাস্তাটাতেই আগে হাত দেবো। কিন্তু আবাব বাড়ী না জখম হয়, তা Damage পাবেন।

[ডাক্তার ও যোগেশের পুনঃপ্রবেশ।]

ডাক্তার।

এই যে সীতারাম, তুমি আবার কোথেকে এসে জুটলে? বেজা বল্‌ছিল তুমি নাকি Commissioner হবার জন্য ক্ষেপেচ? বাবা, তোমাদের আবার এ রোগ কেন? জমিদারের ছেলে সাঁড়ের গোবর—বেশ আছ, সুখে থাক্‌তে এ ভূতে ধরলে কেন?

নিস্তারিণী।

আপনি ওঁর কথা শুনবেন না সীতারাম বাবু। দেশের প্রতি আপনাদের অনুরাগ না থাকলে আর কার থাকবে? আপনাকে দুটো ভোটই আমি দেব, আর ঐ রাস্তাটার কথা যা বল্লেন, নেয্য কথা বটে। মনে থাকে যেন।

ডাক্তার।

ওহে নিস্তারিণী বাবু, দেশ উদ্ধার টুদ্ধার ত ঢের করচো দেখ্‌চি, কিন্তু একটু নিজের বাড়ীর উদ্ধার কর দিথিন দেখি। যে রকম প্রতিভার অবস্থা দেখলাম, ও রকম ঘরে রাখলে আস্ত লোকের দুদিনে অসুখ হয়; আর যা বলে গিয়াছিলাম, তা ত একটাও হয় নি; মিছিমিছি অসুধ খরচ কেন। সত্য-নারাণের সিন্নি দাও যদি তোমার হিঁদুয়ানির জোরে রক্ষা পায়! আজ চল্লাম, যদি রীতিমত চিকিৎসা করাবার ইচ্ছে থাকে ত কাল আবার ডেকে পাঠিও।

[প্রস্থান।

ছবি।

আমাদেব কাজেব ত কিছুই এগুলো না, দেখচি—অন্য একটা আমাদের Meeting ঘর না করলে কোন সুবিধা হবে না।

নিস্তাবিণী।

আঃ! তুমি যে জ্বালাতন করলে, হাজার হোক ছেলে মানুব ত? সব ভার যোগেশকে দাও না, ওই সব লিখে টিকে রাখবে অখন, আর টাকাব হিসাবপত্র গুলো না হয় আমিই রাখ্‌বো অখন, ও বেলা এসো, এখন যে বেলা হলো, শ্যামবাবু ওঠা যাক্ আর কি।

শ্যাম।

আজ্ঞে, কিন্তু কাগজটাব কথা একটা কিছু—

নিস্তাবিণী।

ওতো আপনাকে বলেইছিলাম, অবিনাশ বাবুকে না বলে ও কাজে আমি হাত দেব না। ওরে হরে! তেল নিয়ে আয় না বেটারা।

হরিবাবু ও শ্যামবাবু।

আজ্ঞে তবে আসি।

[কিছু ম্লান মুখে উভয়েব প্রস্থান।

নিস্তাবিণী।

আবাগের বেটারা আমার উপরে উপর-চাল চালবে,—কিন্তু তুই যে হয়েচিস্ হাঁদা, দেখচি নিজে না দেখলে সবি এদের হাতে গিয়ে পড়বে।

যোগেশ।

বাবা! ডাক্তার বাবু বাড়ীটা বদলাতে বল্লেন। এখানে সকলেরি অসুখ করচে।

নিস্তারিণী।

তোমার যখন নিজের বাড়ী হবে, তখন বাড়ী বদলো, দিল্লীতে গিয়ে থেকো; ছুঁচো বেটা, এক কড়ার নিজের ক্ষমতা নেই;—সকলের অসুখ করেচে,—কই, তোমার শালাটি দিন দিন ফুলচেন, ঐ বেটা ডাক্তারের কথায় আমি পৈতৃক বাস্তু ছেড়ে যাই। তোর বুদ্ধি শুদ্ধি কবে হবে? যা নাইগে যা, বেলা হলো।

[যোগেশের বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

মনোমোহন,—রায়পুকুরের পুরাতন জমিদার বংশের একমাত্র বংশধর, কেশবের পরম বন্ধু; কেশব।

দৃশ্যবিবৃতি।

কেশব বাবুর পাঠগৃহ; বহুতর পুস্তকে সজ্জিত। রাত্রি; চন্দ্রালোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিলের সম্মুখে একটা আপিস-কেদারায় কেশব বাবু বসিয়া। মুক্ত বাতায়নের কাছে একটা বেতের Easy-chairএ মনোমোহন বাবু ঠেসান দিয়া বসিয়া। মনোমোহন বাবু কেশব বাবুর সমবয়স্ক, কিন্তু এখনো পূর্ণ যৌবন রহিয়াছে, দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ।

কেশব।

আজকে এলে, আজকেই আবার যাবে কি? আর তোমার আবার তাড়াতাড়ি কিসের?

মনোমোহন।

কিছুই নয়, এমন কিছুই ত দেখতে পাই নে, যার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে হয়, যত দিন বল, তত দিন থাকৃচি।

কেশব।

এবারে কোথায় কোথায় গিয়েছিলে? তোমার শেষ চিঠি Switzerland থেকে পাই, সে ত আজ প্রায় ছয় মাস হল। তার পরে তোমার কোন খবরই পাই নি।

মনোমোহন।

আমি দিন পনর হ'ল কলকেতায় এসেচি, তার পরে তোমার এ সব কথা শুনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তুমি নিজে এ দুদ্দশা ঘটালে কেন?

কেশব।

তুমি ত সব জান, তোমার আবার এ প্রশ্ন কেন?

মনোমোহন।

আমি সে কথা বলছিলাম না। তোমাকে যে আজ বুড়োব মত দেখাচ্চে, তোমার সে চেহারা গেল কোথায়, আমার চখে তোমার ত সেই সাত রাজার মাণিক ছিল।

কেশব।

আমার চখে তা কিছুই ছিল না; যা হোক, তার জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। আবার ও সব কথা পাড়লে কেন?

মনোমোহন।

দেখচি তোমার মতের কোনও বদল হয় নি, সাত বছর আগে যা ছিলে, আজও তেমনিই আছ।

কেশব।

না, এখনো ত হইনি, আশা করি যে কটা দিন বেঁচে থাকি, আর বদল না হয়। সাত বছর তোমার Temptation কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম, কিন্তু এবারকার এ বিষম Temptation-এর হাত থেকে নিস্তার পাই কি না, পরমেশ্বরই জানেন!

মনোমোহন।

তোমার স্ত্রীর মরণের কথা বল্‌চো। তাতে তোমার Tem-

ptation কি বুঝতে পারি না। জীবনের শত Excitement-এর মাঝখানে এক আধটা কম্‌লে বাড়লে তাতে কি এসে যায়।

কেশব।

আমি তোমার মত সন্ন্যাসী হতে পারি নি।

মনোমোহন।

আমি আবার সন্ন্যাসী হলাম কবে? তুমি ত জান, চিরকাল সুখই আমার জীবনের মূল মন্ত্র, সেই আশাতেই গৃহ পরিবার দেশ ধর্ম্ম সব ছেড়েছি।

কেশব।

দেখ, মানুষের জীবন শুধু গোটা কতক কথার ঝুলি নয়। তোমার মত সৌভাগ্য ক'জনের হয়? একবার জীবনের অন্ধকারে নেমে দেখ, একবার এ বিষম অদৃশ্য সংগ্রামের দারুণ ব্যথা নিজে ভুগে দেখ, তখন জানবে—শুধু কথা কত অসার। শত কোটী মানব যেখানে কেঁদে মরচে, সেখানে আপনি একলা হাত গুটিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি সুখ বল?

মনোমোহন।

তুমি দেখ্‌চি একটু Excited হয়ে পড়েচ। ঘরে এমন সুন্দর চাঁদের আলো আস্‌চে, তোমার কেরোসিনের আলোর দরকার কি? ওটা নিবিয়ে দাও। [কেশব উঠিয়া বাতি অত্যন্ত কম করিয়া দেওয়ান] তুমি অনেক গুলো কথা এক সঙ্গে বল্লে;—প্রথমে আমার সৌভাগ্যের কথা, যদি শুধু আমার টাকার কথা বলে থাক, সেটা তোমার ভুল, কেন না তুমি জান, তিন বছর শুধু আমি ভিক্ষে করে কাটিয়েচি, তাতে আমার বড় এসে যায় না।

কেশব।

আমি তোমার টাকার কথা বলি নি।

মনোমোহন।

আমি ত তাই বলছিলাম, যদি অন্য সৌভাগ্যের কথা বল, তা হলে যে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে পৃথিবী পূর্ণ, যে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যই পৃথিবীর নিয়ম, সে অন্ধ মন্দিরের দ্বারে মাথা কুটে আমাদের কপাল কাটা ছাড়া ত কোন লাভই দেখতে পাইনি। শাক্যমুনি যিশু, নিমাই, ধরণীর ভার লাঘব করবার জন্য সকলেই প্রাণপণ করেছিলেন, কিন্তু আজ সেই বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বৈষ্ণবের কি অবস্থা ভেবে দেখ। পৃথিবীর হাহাকার কি এক কপর্দ্দকও কমেচে?

কেশব।

তুমি দেখচি দিন দিন আরও ভয়ানক Cynic হচ্চ।

মনোমোহন।

দোহাই তোমার, ঐটি মাফ করো,—আমার কপালে টিকিট এঁটো না। আমি Cynic নই, সন্ন্যাসী নই, আর্য্য অনার্য্য, পাশ্চাত্য patriot কিছু নই, ঐ সব ভয়েই ত পেছনে থাকি। পৃথিবীতে স্বাধীন মন নিয়ে জন্মেচি, সাধ আছে স্বাধীন মন নিয়েই মরবো। তোমাকেও তাই বলি, দেখে শুনে কেন অন্ধ হয়ে থাক, কেন নিজেকে ভোলাও। শুন্‌চি, দেশ দেশ করে পাগল হয়েচ। তোমার দেশ কোথায়? এত বড় সুন্দর পৃথিবী থাকৃতে এই টুকুই তোমার দেশ হ'ল কেন?

কেশব।

মানুষের দুটিমাত্র পা আছে, এখনো পাখা হয়নি,—আর

উড়তে পারলেও সমস্ত পৃথিবীকে দেশ বলা কবির কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনোমোহন।

তবু ভাল! কবির কল্পনা বলে একটা জিনিস আছে,—সেটা তোমার এখনো মনে আছে। সুধু দুটো পা নিয়ে জন্মালে তোমার গোয়ালে আমার গলায় দড়ী দিয়ে বেঁধে রাখলেও কোন আপত্তি করতাম না।

কেশব।

যাক, ও সব কথায় আজ আর কাজ নেই; অনেক রাত হয়েছে, আর আমার মত আধমবা একটা Convert করেই বা তোমার কি যশোবৃদ্ধি হবে? তোমার লেখা টেথা কিছু এনেচো কি, অনেক দিন তোমার লেখা কিছু পড়ি নি, এত করে বল্লাম তুমি ত আর কিছু ছাপাবে না।

মনোমোহন।

যদি ২০০ ফ্যাদম নীচে ডুব দিতে পার, তা হলে Dead Sea'র তলায় আমার সেই পুঁতি গুলো হয় ত খুঁজে পাবে। এবারে বিলেত থেকে আসবার সময় সেইখানে সে গুলো রেখে এসেচি। ভূতের বোঝা অনেক দিন মিছে বয়ে বেড়িয়েছিলাম, সে ভার নাবিয়ে গায় বাতাস লেগেচে।

কেশব।

দিন কতক পরে থেপে যাবে দেখচি; সত্যি সত্যি সে গুলো ফেলে দিয়েচ নাকি? তোমার সেই নালন্দের বৌদ্ধ গল্পটা শেষ করতে পারলে একটা সুন্দর জিনিষ রেখে যেতে পারতে, তোমার এ সব পাগ্‌লামির চেয়ে ঢের কাজ হ'ত।

মনোমোহন।

এত দিনের পর Oscar Wilde আমার একটা মনের কথা টেনে বের করেচ। সত্যিই মনে হয় All art is useless, আমি আরও এক পা এগিয়ে যাই।

কেশব।

রক্ষা করো, আর এগিয়ে কাজ নেই। আজ আর তুমি কিছু বাকি রাখবে না দেখচি, আমার বড় ঘুম পেয়েচে, আমি চল্লাম।

মনোমোহন।

এরি মধ্যে ঘুম কি হে? সবে দুপুর বেজেচে, একটা গান গাও না, এতক্ষণ Mephistophelesএর উপদেশ শুন্‌লে, একটা গান গেয়ে পাপটা খণ্ডে যাও।

কেশব।

কি গাব?

মনোমোহন।

যা ইচ্ছে।

কেশব।

আচ্ছা, তবে বঙ্কিম বাবুর গানটা গাই।

[হারমোনিয়ম খুলিয়া গান আরম্ভ।]

"বন্দে মাতরং।
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
মাতরং।

শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।”

মনোমোহন।

অতি সুন্দর হে!

[গান।]

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
কোটি ভুজে ধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুবলবারিণীং
মাতরং।
তুমি বিদ্যা তুমি—

[গান হঠাৎ বন্ধ করিয়া] কিছুই ভাল লাগে না হে,—

মনোমোহন।

হ্যাঁ, তা আমি দেখতে পাচ্চি, এস আমার সঙ্গে, এ বাঙ্গলার গেঁও মাঠ ও নোনা জল থেকে বেরিয়ে পৃথিবী হয় ত অন্য চক্ষে দেখবে।

কেশব।

তোমার মত সঙ্গী পেলে দেশভ্রমণে সুখ আছে। চল,—তাই স্থির।

[পুনরায় গান আরম্ভ।]

বন্দে মাতরং।

সুজলাং সুফলাং

মলয়জশীতলাং।

কেশব।

[চাহিয়া] আরে মনু! [মনু মুদ্রিতচক্ষু, বাক্যহীন] যোগ-নিদ্রা, না শুধু নিদ্রা হে, [জোরে] মনু হয়েচে—না আবার জাগিয়ে কাজ নেই, এই বেলা সরা যাক্, তা না হলে আজ আর রাত্রে ঘুম কপালে নেই।

[পা টিপিয়া টিপিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

নীবদা, নিস্তারিণী বাবুব পুত্রবধূ, যোগেশের স্ত্রী; প্রতিভা, নীরদার জ্যেষ্ঠ ভাজ, বিধবা; শিবসুন্দরী, নিস্তারিণী বাবুর কন্যা; মোক্ষদা, নিস্তারিণী বাবুব স্ত্রী; যোগেশ; ভূপেন।

দৃশ্যবিবৃতি।

নিস্তারিণী বাবুর অন্তর্বাটী; নীরদার শয়নগৃহ; দেয়ালে দু' এক-খানা ছবি টাঙ্গান; কাঠের আলমারীতে বই সাজান; একটা টেবিল, কেদারা; টেবিলের উপরে সুন্দর ফ্রেমে কেশবের একটা বড় ছবি। খিড়কির বাগানের দিকে জানালার কাছে নীরদা আর প্রতিভা বসিয়া।

নীরদা।

দিদি! সত্যি সত্যি তুমি একটু সাবধান হও বাপু, ডাক্তার বাবু কত করে তোমায় কাজ কর্ম্ম একেবারে করতে বারণ করেছেন, আর তুমি আমায় একটিও কাজ করতে দেবে না, সব আপনি করবে।

প্রতিভা।

ছি! তুই ছেলে মানুষ, এরি মধ্যে কাজ করবি কি লা? বড় বোন থাক্‌তে ছোট বোনের কি কাজ করতে আছে, আর কাজই বা এমন কি?

নীরদা।

কাজই বা এমন কি?—বাড়ীর ঝি চাকর তো তোমার

মত খাটে না, ঐ ত ঠাকুরঝি রয়েছেন, উনি ত কই কিছু করেন না।

প্রতিভা।

ও সব কথায় কাজ নেই দিদি, তুই এখন একটু বেয়ালা বাজা দিকিন, আর খুব আস্তে আস্তে একটা গা' না, সেই ঠাকরুণ বিষয় গান, এখন কলকেতায় ত ঘরে ঘরে মেয়েরা বাজায়, গান গায়।

নীরদা।

না দিদি, আমি গান গাইতে পারবো না,—উনি ভালবাসেন না, তাতে আবার শ্বশুর মশায় বাড়ী আছেন।

প্রতিভা।

তা হলে শুধু বাজা।

[বেহালা হাতে করিয়া অতি ধীরে ধীরে বাজান ;
সহসা বাহিরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি,
শিবসুন্দরী ভূপেন বাবুর হাত
ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া
টানিয়া গৃহে প্রবেশ।]

শিবসুন্দরী।

নিজে বিবিয়ানী করতে হয়, আপনার যাদু ভাইটিকে কোণে বসিয়ে বিবিয়ানি করো ;—দিনভর সব ছেলে গুলোকে ঢিপিয়ে বেড়াবে, তা সবাই সইবে কেন ?

ভূপেন্দ্র।

দিদি, আমায় কুশে মিছিমিছি মেরেছে, তুমি আমায় যে খেলনা দিয়েছিলে, তাকে সেই খেলনা দিই নি বলে।

শিবসুন্দরী ।

আমার ছেলের ত আর খেলনা জোটে না, তাই সে এঁর কাছে খেলনা ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, না? কথা শোন না ছেলের, এমন ছেলের বাচলেই বা কি, না বাচলেই বা কি! বাপের বাড়ীতে যায়গা জোটে না, বোনের বাড়ীতে পড়ে রয়েছে, মাগো! তাদের কি ঘেন্না পিত্তিও নেই, তাঁরা আবার বড়মানুষ!

নীরদা ।

বোনের কাছে ভাই এসে রয়েছে, তাতে লজ্জা আবার কি ঠাকুরঝি? আর তোমরাই ত তাকে যেতে দিচ্চ না।

শিবসুন্দরী ।

ও মা! শুনে যাও মা! দজ্জাল ছোট বউয়ের কথা শুনে যাও মা, অমন চোপায় আগুন জ্বেলে দিতে হয়, ওঁর বাপের মাসোহারা খাবার জন্যে আমরা ওর ভাইকে আটকে রেখেচি। বলে—কলিকালে কারো ভাল করতে নেই।

[মোক্ষদা ঠাকুরাণীর প্রবেশ ।]

মোক্ষদা ।

শিবি! তোরো যেমন, সক্কাল বেলা ঐ ছোটলোকের মেয়েটাকে ঘাঁটাতে এসেচিস্, হ্যাঁ বউ! তোর কি একটু লজ্জা সরম নেই, ছোট বড় জ্ঞান নেই? যা মুখে আসে, তাই বল্‌বি?

নীরদা ।

আমি ত কিছুই বলিনি, দিদিকে জিজ্ঞাসা কর না?

মোক্ষদা ।

দিদি বলবে না কেন? ঐ ত সর্ব্বনাশের কুটী—ঐ কাল সাপিনীই ত আমার সংসার ছার খার করলে;—এ ঘর থেকে

বেবো হাৰামজাদী বেটী,—নিজের ভাতার পুত খেয়ে সাধ মেটেনি, আবার এ বউটাকেও ভাঙ্গাতে এসেচিস্‌?

নীরদা।

মা! দিদিকে বোকচো কেন? ঠাকুরঝির সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, দিদি ত কিছু বলেন নি।

মোক্ষদা।

তবে রে হারামজাদী বেটী, দিদি বড় তোমার আপনার লোক হয়েচে। আমার সঙ্গে সমান সমান চোপা, আমাবো যেমন পোড়া কপাল! দুটোতেই কি এক রকমের হতে হয়, কোথেকে মা-মরা বাপ-মরা অভাগা অলপ্পেয়ে সব কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। বেটীর অসুখ করেচে ত মবে না কেন, অমন রাঁড়ী ভাঁড়ী ঘরে পুষে রাখলে যে আমাব ছেলে মেয়েব অকল্যাণ হয়।

[প্রতিভাব ভূপেন্দ্রকে কোলে করিয়া ধীরে
নীরবে উঠিয়া যাওন।]

শিবসুন্দরী।

ওমা দেখ মা, দেখ মা, তোমার আহ্লবী ছোট বউ গলে গেলেন; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না দেখ, শীগ্গির দাদাকে ডাক, পায় ধ'বে মান ভাঙ্গান!

মোক্ষদা।

হ্যাঁ, পায়ে ধরাচ্চি, ডাক্‌তো রে যোগেকে, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়িয়ে দিক; যোগু আমার তেমন ছেলে নয়।

[গোলমাল শুনিয়া যোগেশের প্রবেশ।]

শিবসুন্দরী।

ডাক্‌তে হবে কেন, ঐ আপনিই ছুটে এসেচেন; মা যেন

সং। আবার দাঁড়িযে রইলে যে, সবে যাও,—ছেলে পাযে ধরুক।

মোক্ষদা।

[গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে] অমন পোড়া ছেলে না হলে কি আমায বউদের নাথি ঝাঁটা সইতে হয়?

যোগেশ।

কি, হয়েছে কি, এত করে বলি চুপ কবে থাক্‌তে, তা পার না?

নীরদা।

[চোক মুছিয়া] এখনো তোমার সব কথা শিখ্‌তে পাবিনি।

যোগেশ।

আর ঐ বাজনা নিযেই কি রোজ বকাবকি হবে? চুলোব ছাই ও ফেলেই দাও না কেন; আমি কি তোমাকে ও সব কবতে বারণ করি? তুমি গান বাজনা করলে কি আমাব ভাল লাগে না? কিন্তু হিন্দুব ঘবে ও সব হয় না, বাবা মা ক্রমাগত রাগ করেন।

নীরদা।

আমি আর বাজাব না।

যোগেশ।

[কাছে আসিয়া গণ্ডস্থলে হাত দিয়া আদর করিয়া] সব কথাতে রাগ কর কেন?

নীবদা।

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া] তুমি কি মানুষ? তোমার একমাত্র

দাদার বউ, অনাথা বিধবা,—তার মা বাপ কেউ নাই,—তার উপর এই ভয়ানক অত্যাচার, আর তুমি কোন খোঁজ রাখ না?

যোগেশ।

তার আমি কি করবো?

নীরদা।

তুমি কি করবে? তোমার বয়স হয় নি, তুমি চাকরি করতে পার না?

যোগেশ।

চাকরি কি সবারি করতে হয়? আমাদের বুনিয়াদি ঘর, আমি বাপের এক ছেলে, আমার চাকরি করতে হবে কেন? শোন, বাবা তোমার সেই হার ছড়াটা ২৪ ভরির গড়াতে দিয়েচেন।

নীরদা।

হ্যাঁ, ডাক্তার বাবু দিদিকে দেখে কি বল্লেন?

যোগেশ।

সে সব কথা তোমার শুনে কাজ নেই।

নীরদা।

বলই না।

যোগেশ।

বল্লেন যে ওর কাশরোগ হয়েছে।

নীরদা।

কাশরোগ হলে আর লোক বাঁচে না, না?

যোগেশ।

আমি ও সব জানিনে, সকালে এলাম ছুটো কথা কইতে, তা না,—কাশরোগ—মরা।

মোক্ষদা।

[প্রবেশ করিয়া] হেঁবে যোগে! তোর কি কোন কাজ কম্ম নেই না কি? হ্যাঁ, ও আবাগীর না কি কাশরোগ হবে—ও আবাগী না কি আবার মরবে?

[যোগেশের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

চরিত্রবিবৃতি ।

নীরদা, প্রতিভা ও শিবসুন্দরী ।

দৃশ্যবিবৃতি ।

রাত্রিকাল, চাঁদ উঠিয়াছে ; প্রতিভার শয়নগৃহ, একতল ; মলিন শয্যা ; মৃৎপ্রদীপ, মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে ; প্রতিভা একাকিনী, নিদ্রাহীনা, যদিও নয়ন মুদিত ।

প্রতিভা ।

[চিন্তা] কাশরোগ, বেশী দিন ভোগাবে না ত, মরবো ত ? হে ঠাকুর, হে পরমেশ্বর ! মরলে যেন তাকে পাই, পৃথিবীতে এত কষ্ট আমার কপালে, সব সহ্য করে আছি, যদি আবার তাকে পাই । আমায় শিগ্গির ডেকে নাও হে ঠাকুর ! [নয়ন খুলিয়া] আজ বোধ হয় চাঁদ উঠেছে, ঝরকা বন্ধ আর কেন থাকি ? [উঠিয়া, ঝরকা খুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া] তখনো চাঁদ এমনি হাসতো, কিন্তু সে তো এ ঘরে নয়, আর সেই ছেলে-বেলায় পুকুরপাড়ে দিদির সঙ্গে, মাকে আর ভাল মনে পড়ে না । [দ্বারে ঠুক ঠুক করিয়া শব্দ] এত রেতে কোন দিন শ্বাশুড়ী— [দোর খুলিয়া দিয়া] শ্বাশুড়ী জান্‌তে পার্‌লে [নীরদার প্রবেশ] আর আমায় আস্ত রাখবেন না—তোর চোখে কি ঘুম নেই ? আর এ রোগ বড্ড ছোঁয়াচে, ডাক্তার বাবু বলেচেন, বার বার তোরে আস্‌তে বারণ করেচেন না ?

নীরদা।

ডাক্তার বাবু ত সবই জানেন, তোমার হয়েচে কি? মনের কষ্টে আর খেটে খেটে রোগা হয়ে যাচ্ছ। দিন কতক সাবধানে থাকলেই সব ভাল হবে, আর যদি তোমার শক্ত অসুখই করে, তা হলে আমি কি তোমার পর যে, তোমাকে ফেলে থাক্‌ব। [জানালা বন্ধ করিয়া] ও দিদি তোমার পায়ে পড়ি, বিছানায় উঠে লেপ গায় দিয়ে শোও।

প্রতিভা।

এত রেতে তোর কি ঘুম নেই, আর যোগেশই বা কি মনে করবে? যা, এখন ঘরে যা, সকালে আসিস অখন।

নীরদা।

আচ্ছা দিদি, যে ক'দিন তোমার অসুখ আছে, আমার ঘরে শোও না, উনি বাইরে শোবেন অখন। এ ঘরটা যে সেঁত-সেঁতে, একতলায় এখানে কি রুগী লোকে শোয়?

প্রতিভা।

আমি মরে গেলে তুই বড় কাঁদবি?

নীরদা।

কেন দিদি, শুধু শুধু ও সব কথা কও? তাই জন্যে বলি, তোমার একলা থাকা ভাল নয়।

প্রতিভা।

আচ্ছা নীরি, তুই একটা কথা আমায় সত্যি বলবি?

নীরদা।

[মুখ তুলিয়া প্রতিভার মুখের দিকে চাহিয়া] কি?

প্রতিভা।

আচ্ছা, তুই সত্যি সত্যি যোগেশ বাবুকে ভালবাসিস ?

নীরদা।

[কিছুক্ষণ প্রতিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুখ নাবাইয়া নিস্তব্ধ।]

প্রতিভা।

[নীরার মাথায় হাত রাখিয়া শূন্যে চাহিয়া ; চোখে ছ' এক বিন্দু অশ্রুজল।]

নীরদা।

[কিছুক্ষণের পর মুখ তুলিয়া] আচ্ছা দিদি ! তুমি ভাল-বাস্‌তে তাঁকে ?

প্রতিভা।

তিনি ত বাড়ীর আর কারোর মত ছিলেন না, তাই ত সবাইকে ছেড়ে চ'লে গেলেন।

নীরদা।

কিন্তু তোমায় ছেড়ে গেলেন কি দোষে ?

প্রতিভা।

তাঁর ইচ্ছা, আর আমার পোড়া কপাল ; সে সব যাক্‌, আজ তোমায় আমায় অনেক কথা আছে, তুমি আমার ছোট বোন, সব মন দিয়ে শোন।

নীরদা।

কি দিদি ?

প্রতিভা।

তুমি জান, মেয়েমানুষের স্বামীকে ভালবাসাই প্রথম ধর্ম্ম, স্বামী ছাড়া আমাদের গতি নেই।

নীরদা।

তোমার মুখে ও কথা কেন দিদি? তুমি ত সব জান।

প্রতিভা।

দেখ, যে স্বামীকে দেখলেই ভালবাসা জন্মায়, সে স্বামীকে ভালবাসতে সকলেই পারে; সে ত ধর্ম্ম নয়, সে ত ইচ্ছা; তুমি ত অনেক বই পড়েচ, স্বামীর ভালবাসা না পেলেও যে স্বামীকে ভালবাসে, সেই সতী।

নীরদা।

কিন্তু দিদি! জোর করে কি ভালবাসা যায়?

প্রতিভা।

দেখ, না ভালবেসে আর উপায় নেই—আমাদের জন্ম একবার মাত্র, আর যে দিন যার হাতে আমাদের বাপ মা সঁপে দেন, সেই দিনই আমাদের জন্মের আরম্ভ।

নীরদা।

বাবা আমার বিয়ে দেন নি, বাবা কিছু জানতেনো না—

[কান্না।

প্রতিভা।

[উঠিয়া বসিয়া] ছি কেঁদো না; তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নেই; দেখ, যোগেশকে তুমি এ বাড়ী ছেড়ে যেতে বল, তার চাকরীর ভাবনা কি? তোমার বাবা ইচ্ছে কল্লেই এখুনি একটা ভাল কাজ করিয়ে দিতে পারেন।

নীরদা।

এ বাড়ী ছেড়ে যেতে ত কত ক'রে বলি, যান্ কই ? আমার এখানে কি সুখ আছে ? একটা চিটি বাবাকে মন খুলে লিখতে পাইনে, সব চিটি শ্বশুর দেখেন খুলে, এত কবে পায়ে ধরে বলি, একটা চিটি শ্বশুরকে না দেখিয়ে পাঠিয়ে দাও, কে শোনে ? আমার মত কাব কষ্ট ? বিয়ে হয়ে অবধি বাপের বাড়ীব কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই; বাবাই যেন দেশ বেড়াতে গেছেন, এই জেঠা মশায় পিসি সকলে ত রয়েচেন। বলেন, বাপেব বাড়ীব কোন লোক এলেই এঁরা একঘরে হবেন। আর ভাইটারো যে দুর্দ্দশা, তা ত তুমি দেখচো ;—এতদিন অসুখ করেচে, তা অসুধ নেই ; আবার নতুন জেদ ধরেচে যে, ওকেও পাঠাতে দেবে না।

প্রতিভা।

দেখ নীরা, যেমন করেই হোক, তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে—আমি বেঁচে থাকৃতেই তার একটা উপায় কর্ত্তে হবে—হ্যাঁ, যত শিগ্গির ততই ভাল ; আমার প্রাণ কেমন করচে

[বার বার কাশী, কাশীর সহিত রক্ত ও গয়ার।

নীরদা।

দিদি তুমি শোও, অত বকাবকি কোরো না, [মাথায় ও বুকে হাত বুলাইয়া] দিদি, তুমি একটা কথা বলো—আমি বাপের বাড়ী গেলে তুমি ত আমার সঙ্গে যাবে ? তা হলে যেমন করে হয় আমি যাবার ঠিক করি।

প্রতিভা।

নীবি, তুই আমার কথা থালি মনে করিস কেন ? আমি আর ক'দিন ? আর মলেই ত দিদি আমার স্বর্গ।

নীরা।

দিদি, আমায় তুমি ঐ সব কথা বল্‌চ—আমার যে বড় কান্না পায়। [নিঃশব্দে ক্রন্দন।]

প্রতিভা।

ছি নীরি, কাঁদিস্‌ নে; তোর সেই একটা ব্রাহ্ম গান গা, শুনলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

নীরা।

তুমি আগে ভাল করে লেপ গায় দিয়ে শোও। [নিজের ক্রোড়ে প্রতিভার মাথা রাখিয়া মৃদু মৃদু সঙ্গীত।] তুমি যে গানটা ভালবাস, সেইটে গাই।

গান।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না!"

[সহসা সজোরে দ্বারে শব্দ।]

[বাহির হইতে কর্কশ স্বরে] রাত্তিরে দোর দিয়ে নাচ-গাওন হচ্চে,—এর পরে পাড়ায় বাবার যে আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌চে না, আর পাড়াতে কি কারুর আর ঘুম টুম হবে না; মাগো! ভদ্রলোকের বাড়ীতে এই কেলেঙ্কারি।

নীরদা।

দিদি কি হবে? এক্ষুনি সব্বাইকে জাগাবে।

প্রতিভা।

[দ্বার খুলিয়া শিবসুন্দরী সম্মুখে দাঁড়াইয়া] ঠাকুরঝি, সত্যি

সত্যি কি তোমাদের একটু লজ্জা নেই? আমি মরতে বসেচি' তবু আমায় দু দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না? ছোট বউ, তুই আপনার ঘরে যা, তার পরে যা হয় হবে এখন।

[নীরার প্রস্থান।

[শিবুর গজর গজর করিতে করিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

নিস্তারিণী বাবু ও যোগেশ।

দৃশ্যবিবৃতি।

একটা কোণের ক্ষুদ্র ঘর, উভয়ে বসিয়া।

যোগেশ।

এই চিঠিটা দেখুন না, শ্বশুর ফিরে এসেচেন, অনেক করে বউকে পাঠিয়ে দিতে লিখেচেন, তাঁর শরীরো ভাল নেই, না পাঠালে কি ভাল দেখায়?

নিস্তারিণী।

তাতে আবার ভাল দেখা দেখি কি আছে? আর শ্বশুর মরচে, তাতেই বা তোমার এমনি কি সর্ব্বনাশ হচ্চে?

যোগেশ।

না, সর্ব্বনাশের কথা হচ্চে না, কিন্তু কাছে না থাক্‌লে আমার স্ত্রীকে উইলে যদি কিছু না দিয়ে যান।

নিস্তারিণী।

আর কাছে থাক্‌লেই তুমি ভেবেছো তোমার স্ত্রীকেই সব দিয়ে যাবেন, তবে ও বেটা জলজেন্ত ছেলে বেঁচে রয়েচে কি করতে?

যোগেশ।

তা যেন হোলো, কিন্তু এখন এদের আর না পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের কি লাভ?

নিস্তারিণী।

আমাদেব লাভ লোকসান কিছুই নেই, তোমার আর বিদ্যা প্রকাশ করতে হবে না, আমি যা বলচি, তাই করো।

যোগেশ।

কিন্তু ভূপেকে ত আর না পাঠিয়ে রাখা যায় না, কি রকমে তার ঠাকুমা টের পেয়েচে যে তার অসুখ করেচে, এখন না পাঠিয়ে আর জো নেই।

নিস্তারিণী।

আবে আবাগেব বেটা ভূত, ভূপেকেই যদি পাঠিয়ে দিলি, তা হলে তোমার বউ আমার ঘরে বেথে কি পরকালেব সাক্ষী দেবে; না, চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে আর দেখবে না।

যোগেশ।

কিন্তু এখানে ত ভূপের অসুখ কই সাবচে না।

নিস্তারিণী।

আবে থাম ছোঁড়া, দুদিনেই কারো অসুখ সারে না; আব ভূপের অসুখ না সারলে তোমারি সর্ব্বনাশ হবে কি না? তোকে বেটা জন্ম দেওয়াই মিছে হয়েছিল, বেটা নিজের বুদ্ধি নেই ত আমাব কথা শুনলেই ত চুকে যায়।

যোগেশ।

বাবা! আপনার কথা হয় ত আমি ভাল করে বুঝতে পারচিনে, কিন্তু—কিন্তু ও সব কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

নিস্তারিণী।

ও সব কাজ কিরে বেটা? আর আমার কথা যদি শুনতে

না ইচ্ছা হয়, বেরো আমার বাড়ী থেকে। না না, শোন্ শোন, কাজটা ছেলেমানুষি কথা নয়, আর আমি যা করবো, তোর ভালোর জন্যই করবো বই আর কারো জন্য নয়।

যোগেশ।

আমায় কত্তে হবে কি?

নিস্তারিণী।

তোকে আর কত্তে হবে কি, শুধু বউমাকে বুঝুগে যা যে এখন তার বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না; শদ্দির দিন, ভূপের যাওয়াতে অসুখ বাড়তে পারে। আর ছাই এ বাড়ী ও বাড়ীর মধ্যে কেউ মরে টরেও না, আঃ! ঐ রাঁড়ী হারামজাদী মরেও না; তা হলেও যে এখন মাস খানেক অসুধ হয়। তা যা হোক, তার একটা আমি উপায় ঠাওরাচ্চি।

যোগেশ।

আমার কথা যে শোনে, আমার ত বিশ্বাস হয় না; তবু চল্লাম চেষ্টা করতে।

নিস্তারিণী।

ভেলা আমার বেটারে! দেখ্ বাবা, আগে ভালো কথায় ভুলোবি; তার পরে বুঝ্লি—ডবে সব করে। আর দেখ যদি বাগাতে পারিস, তা হলে এই মাসেই তুই বগি টমটম হাঁকাতে চেয়েছিলি না, না হয় এক জোড়া জুড়িই কিনে দেবো অখন। অমন মুখ ভার করে রইলি কেন বাবা, তুই ত আমার একালকার ছেলেদের মত নস্, শাস্ত্রের বচন জান ত—

পিতা ধর্ম্ম, পিতা কর্ম্ম,
পিতা হি সর্ব্ব দেবতা।

এখন যা দিকিন! কাজটা ফতে করে আয়!

[যোগেশের পিঠ চাপড়াইয়া ঘর হইতে উভয়ের বহির্গমন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নীরদার শয়নগৃহ।

নীরা ও যোগেশ।

[একটা বাহিরের দোরের কাছে মুখ দিয়া নিস্তারিণী বাবু।]

যোগেশ।

চল না ছাদের উপর যাই, আজ ত আর মা টা বাড়ীতে কেউ নেই।

নীরদা।

তোমার আজ বড় ফুর্ত্তি দেখচি কেন জানিনে। কিন্তু আজ আমার প্রাণটা বাবার জন্য আরও কেমন করচে, আর ভূপের এই অসুখ, দিদির অসুখও দেখতে দেখতে কি বেড়ে উঠলো।

যোগেশ।

তোমার কি বিয়ে হয়ে অবধি শুধু আমায় পরের কান্না শোনাতে শোনাতেই দিন গেল? একটা অন্য কথা নেই, একটা মিষ্টি কথা নেই, আর তোমার দিদির অসুখ হয়ে অবধি ত তোমার দেখা পাওয়া দায়।

নীরদা।

পরের কান্না আর আজ কোথায় শোনালাম, নিজের কান্নাই ত শোনাচ্চি, শোন কই?

যোগেশ।

আচ্ছা, সত্যি সত্যি বল দিখি, তোমার কষ্টেরি কারণ কি আছে? আমার বাবার দু চারটে বাই, সেগুলো তোমাকেও

যেমন সইতে হচ্চে, আমাদের সকলেরো তেমনি সইতে হয়। আসল কথা বল্লেই চুকে যায়, আমায় মনে ধরে না। সাধে কি মেয়েদের লেখা পড়া শেখান পাপ বলি?

নীরদা।

আজ কিছু মতলব আছে নাকি? তবু তোমাকে আমার ভাবনা এত ভাবতে দেখেও খুসী হই! সে যা হোক, আমাকে পাঠাবার কি কচ্চো? লক্ষ্মী সোনাটি, দুটি পায় পড়ি, আমায় পাঠিয়ে দাও; দেখচো তো, সেখানে বাবার অসুখ, এখানে ভাইয়েব অসুখ, এতে কি এখানে আমার মন টেঁকে? তাতে দিদি আমার সঙ্গে যেতে চেয়েচেন, তাঁকেও নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিয়ে দেখাব মনে করচি।

যোগেশ।

দেখ নীরদা, তোমার মুখে তোমাব বাবার কথা, তোমাব ভাইয়ের কথা, এখানকার তোমার দিদির কথা,—শুনে শুনে আমাব কান পচে গেল; কই, আমার কথা একটাও ত বলতে শুনিনি, তুমি ত যেতে পেলে বাঁচ, কিন্তু আমার তোমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে, সে কথা কি কখনো তোমার মনে হয় না?

নীরদা।

ছি লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, মিছে আবদার করো না; আমি ক'দিন গিয়েই বা থাকবো? দিদি আর ভূপে একটু ভাল হলেই আমি চলে আসবো; আর তুমি ইচ্ছে কল্লেই ত আমার সঙ্গে গিয়ে থাকতে পারো, লোকে কি এমন শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে দশ পনের দিন থাকে না?

যোগেশ।

আমার যদি সে যো থাকতো, তা হলে তোমাকে পাঠাতে কি এত আপত্তি কবতাম? তোমার বাবা যে একঘরে, তা ত তুমি কোন রকমেই মানবে না। আর দেখ, ভূপে ভূপে করে অত হেদিও না, তোমাবো ত ছেলে পুলে হবে, তাদেরো কথা একটু মাঝে মাঝে ভেবো।

নীরদা।

নিজের ছেলে পুলে হলে তাদের উপর মায়া আপনি হয়, তা কি আব কাউকে শিখিয়ে দিতে হয়? আর ভূপে আমার একটি ভাই, তাব মা নেই, তাই তার অসুখ করলে মন এমন ধড় ফড় করে।

যোগেশ।

কিন্তু ভূপে বড় হলে তোমার জন্যে তার মন ধড় ফড় কববে না, তা নিশ্চয় জেনো। আর তুমিও ত তোমার বাপের মেয়ে, তুমি এক পয়সা পাবে না, সেই সব পাবে, তাও বা কেমন,. মনে ভেবে দেখ। আচ্ছা শোন, আমি তোমার স্বামী, আমি যদি একটা দোষ করি, যদি করে থাকি—

নীরদা।

ভূপে,—বাবার টাকা,—তার অসুখ করেচে,—ডাক্তার ডাকেনি,—আমি কিছু বুঝতে পারচিনি, আমাব মাথা ঘুরচে, একি! [উচ্চস্বরে] ভূপে ভূপে! শীগ্গির ইদিকে আয়, কোথায় তুই?

যোগেশ।

তুমি পাগল হলে নাকি? অত চেঁচাচ্ছ কেন?

নীরদা।

আমার বুক কেমন কচ্চে, ভূপে কোথায়? ভূপে!—

[সহসা বহির্বাটীর দ্বার সজোরে মুক্ত করিয়া নিস্তারিণী বাবুর হুঁকা হস্তে অতি ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ।]

নিস্তারিণী।

কি, হয়েচে কি? বাড়ীতে ডাকাত পড়েচে নাকি? ছোটলোক হারামজাদী বেটীর জন্যে পাড়ায় কেউ টিঁকতে পারবে না কি?

নীরদা।

[অবগুণ্ঠনবতী, গদ গদ কণ্ঠে] আমি আপনাদের পায়ে পড়্‌চি, আমায় একবার আমার ভাইকে নিয়ে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

নিস্তারিণী।

হারামজাদী লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়েচে, আমার সঙ্গে সমান সমান কথা,—যোগেশ! এখুনি এ ছোটলোকের মেয়েকে আমার বাড়ী থেকে বের করে দে, কিন্তু আগে আমার সামনে গুণে সাত ঝাঁটা মার। মার, এখুনি মার, আমি ওদের গুষ্টির বিবিয়ানা বের করচি। হবে না? ওর বাপের ঠিক নেই, তা না হলে সে মাগী গলায় দড়ী দিয়ে মরে?

নীরদা।

[অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে] আমার মা স্বর্গে—আপনারা কাপুরুষ মিথ্যাবাদী; আমার স্থির বিশ্বাস, আপনারা সড় করে আমার ভাইকে টাকার জন্য খুন করতে চান, আমি পুলিসে এ কথা জানাব।

নিস্তারিণী।

যোগেশ! বেটা দাঁড়িয়ে রয়েচিস, গলা নিংড়ে মুখ থেকে রক্ত বের করতে পাচ্চিসনে? সাক্ষাৎ কসাই বেটী, আমার সঙ্গে কুস্তি করতে এলো। আচ্ছা, আজ এর যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত করে তবে আমি জলগ্রহণ করচি।

[অন্য দ্বার হইতে প্রতিভার প্রবেশ।]

প্রতিভা।

ও ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে কর্ত্তাদের রাগারাগি কেন? আমি যা হয় বুঝিয়ে বলচি।

নিস্তারিণী।

দূর দূর দূর! রাঁড়ী হারামজাদী, উনি আবার তেড়ে এলেন, যোগেশ! বেরিয়ে আয় বলচি, দুটো আস্তো মানুষ-খেগো ডাইনি, তোকে সত্যি গিলবে। কে ওদের বাড়ী থেকে বেরুতে দেয় দেখি।

[মুক্ত দ্বার দিয়া দু জনের প্রস্থান।

প্রতিভা।

[নীরদাকে বুকে করিয়া] অমন করে হাঁ করে চেয়ে রয়েচিস কেন?

[অত্যন্ত বেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশী।

নীরদা।

[প্রতিভাকে বুকে রাখিয়া] দিদি দিদি, তুমি আবার উঠে এলে কেন? ওকি! অমন করে হাত দুটো ঝুলে পড়চে কেন, তুমি যে দাঁড়াতে পারচো না? দিদি দিদি! ওমা কি হলো,

কেউ যে বাড়ীতে নেই ! ও ঝি, ওগো ! একবার তোমরা ইদিকে এসো গো !

[কোন উত্তর নাই ।]

প্রতিভা।

[অতি ক্ষীণ স্বরে] নীরি, আমায় ঘরে নিয়ে চল। তো বুকে মরতে পারলে আর আমি কাউকে চাইনি, তুই কাউকে ডাকাডাকি করিসনে।

[দু জনের ধীরে ধীরে প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

হরিবাবু, আর্য্যসভার সভ্য এবং joint-Secretary; হরিসাধন বাবু, আর একজন প্রধান সভ্য; অবিনাশ বাবু, প্রধান সভ্য-বিশেষ; সত্যচরণ বাবু, থিয়েটার-সংক্রান্ত লোক; গিরিশ বাবু, থিয়েটার সংক্রান্ত লোক; জ্যোতিন বাবু, একজন নবীনবয়স্ক জমাদার, Theatreএ শেয়ার আছে; রমানাথ বাবু, সভার Secretary; যুগলকিশোর বাবু, সন্ন্যাসি-বিশেষ; নগেন্দ্র বাবু, একজন সুপ্রসিদ্ধ আর্য্য Graduate; নিস্তারিণী বাবু, যোগেশ প্রভৃতি।

দৃশ্যবিবৃতি।

নাট্যশালা; Psycho-Aryan Societyর সাম্বৎসরিক উৎসব; নাট্যশালার চারি দিকের দ্বার বন্ধ। Platformএর উপরে হরিবাবু, শ্যামচাঁদ বাবু, হরিসাধন বাবু, অবিনাশ বাবু, সত্যচরণ বাবু, গিরীশ বাবু জ্যোতিন বাবু, ইত্যাদি বসিয়া; Stageএর উপরে একটা বেদীর মত, শালুতে মোড়া; ঠিক বেদীর উপরেই শালুর কাপড়ে সোনালি অক্ষরে লেখা—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ; তাহার পার্শ্বে স্তূপাকার হিন্দু-ধর্ম্ম-পুস্তক; সমস্ত নাট্যশালা হিন্দু দেব দেবীর ছবিতে সুসজ্জিত; গেঁদাফুল, দেবদারু প্রভৃতির ছড়াছড়ি।

হরি বাবু।

আমাদের যে সময় হয়ে গেল, আমার ঘড়িটা একটু ফাষ্ট

আছে; তবু ৪টে বাজবার ত দেরী নেই,—এখনো নিস্তারিণী বাবুর দেখা নেই ; তাই ত. লোক পাঠাব নাকি ?

হরিসাধন বাবু।

অত ব্যস্ত হন কেন? নিস্তারিণী বাবুরো কি একটা timeএর idea নেই, তিনি এলেন বলে।

হরি বাবু।

আপনি ত বল্লেন ব্যস্ত হও কেন, ইদিকে দেখচেন কি ভিড় হচ্চে, ঠিক সময়ে কাজ আরম্ভ না করতে পারলে একটা গোলমাল হয়ে পড়বে।

গিরীশ বাবু।

হ্যাঁ, গোলমাল করে সব সেটা! ইদিকে পুলিশে খবর দিয়ে রেখেচি, আর একি ভিড়? আমাদের এক আধ দিন রাত্রে যা হয়, তা যদি দেখেন।

হরি বাবু।

আরে মশায়! থিয়েটারে আর এ রকম meetingএ ঢের তফাৎ, তাই যদি আপনারা বুঝবেন।

অবিনাশ বাবু।

আরে মিছে তর্ক কর কেন? হরি! তুমিই যে গোলমালের একটা সূত্রপাত করচো দেখচি, এখন কাজের যা তা হচ্চে, গেটে একজন শক্ত লোক আছে যে সব্বাইকে চেনে টেনে, এনে সব বসাতে পারবে?

হরি বাবু।

সে সব না ঠিক করেই কি আমরা বসে আছি নাকি?

সত্যচরণ বাবু।

হ্যাঁ, সে আমাদের ত একজন পাকা লোক রেখে দিয়েচি, আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না।

হরি বাবু।

আরে আমাদের Secretary তিনিই রয়েছেন, এই যে আসচেন।

[রমানাথ বাবুর প্রবেশ, সঙ্গে দুই জন লোক; পুরুষের বয়স চল্লিশের অধিক, শ্মশ্রুজটাধারী, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, হস্তে ত্রিশূল, গেরুয়া বসন। সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র বালিকা, বয়স আট বৎসর, পরিধান রক্ত পট্টবস্ত্র।]

জটাধারী পুরুষ।

[প্রবেশ করিতে করিতে] হরি ব্রহ্ম! হরি ব্রহ্ম!

জ্যোতিন বাবু।

[স্বগত] এরা কেরে বাবা!

রমানাথ বাবু।

হরিসাধন বাবু, আপনি যুগলকিশোর বাবুকে চেনেন না, যথার্থ সন্ন্যাসী ব্যক্তি, একজন পরম ভক্ত।

হরিসাধন।

প্রাতঃপ্রণাম, আসন গ্রহণ করুন।

[রমানাথ বাবুর প্রস্থান।

জ্যোতিন বাবু।

[যুগলকিশোর বাবুর নিকট ঘেঁসিয়া গিয়া] প্রণাম হই বাবাজি, আপনার নিবাস?

যুগল।

সন্ন্যাসীর নিবাস যত্র তত্র, যে হিন্দু ভক্তি করে আমায় ডেকে নিয়ে যান, তাঁরি সেবা গ্রহণ করি।

জ্যোতিন।

ও! মাফ করবেন, ইটি কি আপনার কন্যা?

যুগল।

[মৃদু হাসিয়া] ইটি আমার শক্তি, যাঁকে আপনারা স্ত্রী বলে থাকেন, ইনি আমার সহধর্ম্মিণী [বালিকার দিকে চাহিয়া] হ্যাঁগা মশায়! এখানে তামাসা হবে নাক, এ ত নাচঘর, নাচ-ঘরে তামাসা হয় না? বলুন ত গৌরীকে।

জ্যোতিন।

হ্যাঁ বাছা, এখুনি কত তামাসা হবে এখন, কত বাঁদর-নাচ হবে এখন, তুমি একটা পুঁতুল' নেবে?

বালিকা।

[মৌনাবলম্বী নিরুত্তর।]

হরিসাধন।

আঃ! জ্যোতিন বাবু আপনি এখানে এলেন কেন বলুন দিকিন? সব কাজ নষ্ট হবে দেখচি।

যুগল।

না, বাবু ত কিছু করচেন না, বাবু শুধু আমার গৌরীকে সোহাগ করচেন, তা করুন করুন, আমি কিছু মনে করবো না।

[একজন প্রৌঢ়া রমণী গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া কবাট ঠেলিয়া Galleryতে প্রবেশ।]

প্রৌঢা।

[চারি দিকে তাকাইয়া] ওমা! ঐ যে আমার মানুষ—বলি ও বিট্‌লে বামন! এমনি করে কি পালিয়ে আসতে হয়? আমায় বলে এলে কি আমি ধরে রাখতাম? ও বাবুরা! ওখানে [Stageএর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] কেমন রাগে যেতে হয় গা? ওগো! তোমরা জান না বাছা ও কেমন পাগল, এখুনি একটা কি কাণ্ড করে ফেলে, তা না হ'লে কি মরতে বসেচে এখন আবার একটা বিয়ে করে?

হরি বাবু।

[যুগল বাবুর দিকে চাহিয়া] ও মাগী কি আপনাকে দেখে চেঁচাচ্চে নাকি? রমানাথ বাবুর যেমন কাণ্ড, যত পাগল নিয়ে এসে জোটান, বুড়ো ত একটা পাগল দেখচি।

হরিসাধন।

ওহে থামো না, তুমি ত দেখচি আচ্ছা লোক হে! তুমিই কাজটা পণ্ড করবে দেখচি, আসুন মা, এই দিকে আসুন, আপনার স্বামী ধর্ম্ম-উন্মাদ।

প্রৌঢা।

[Platformএ উঠিতে উঠিতে কিছু কাতর স্বরে] হেঁ বাবা, তাই ত আমি বলি, পুলিসের লোক আবার ধরে নিয়ে যেতে চায় যে।

গিরীশ।

মশায়, হরিসাধন বাবু, এদের সরিয়ে ফেলুন, কোত্থেকে লেলা খেপা সব ধরে আনচেন।

জ্যোতিন।

তা হলে ত অনেককেই সরাতে হয়! ওগো বাছা! ওই সিঁড়ীর দোরের কাছে একটু বোস, এখুনি তোমার মানুষকে ছেড়ে দেবো অখন।

[প্রৌঢ়ার চুপ করিয়া অবস্থান।

[রমানাথ বাবুর পুনঃপ্রবেশ; সঙ্গে একজন শিক্কীযুক্ত ব্রাহ্মণ।]

হরিবাবু এঁকে বসাও ত হে, ভাটপাড়ার একজন প্রধান পণ্ডিত।

জ্যোতিন।

[পণ্ডিতকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া] আপনি একটু পিছনে সবে বসুন, পাড়ার অনেক বকা ছেলে টেলে আসতে পারে, কি জানি।

গোস্বামী।

[কিছু ব্যস্ত স্বরে রমানাথ বাবুর দিকে চাহিয়া] সত্যি নাকি? আমার নতুন চটি জুতা ওখানে রেখে এলাম।

জ্যোতিন।

দেখুন বা সে এতক্ষণ গেছে!

রমানাথ।

আঃ! আপনিও যে নিতান্ত বালক দেখচি, ওর কথা শোনেন কেন? ওহে হরি, এই বারে চারি দিকের দোর গুলো খুলে দাও, বাইরে বেশী ভিড় হয়ে পড়চে; আর গিরীশ বাবু, আপনারা যদি এত কল্লেন, যাতে একটা গোলমাল না হয়,—ভদ্রলোকদের সব ঠিক করে বসিয়ে দিন।

[সকলের উঠিয়া চারি দিকের দ্বার উদ্ঘাটন, মহা কলরব করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চেয়ার কেদারা বেঞ্চি লাফাইয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রবেশ; নাট্যালয় পরিপূর্ণ। ভিতরকার পথ দিয়া নিস্তারিণী বাবু. যোগেশ, নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি আর কয়েক জন লোকের প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গে গভীর করতালি; নিস্তারিণী বাবুর গেরুয়া বসন, নামাবলী গায়, খালি পায়, বেদীর উপরে উপবেশন।

হরি বাবু।

চুপ চুপ! Silence! Silence!

[চতুর্দ্দিকে Silence! Silence! বলিয়া ভৈরব নিনাদ।]

নিস্তারিণী বাবু।

[উঠিয়া] আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! কোটী বাধা বিঘ্ন পায় ঠেলিয়া আজ আমরা পুনরায় বৎসরান্তে একত্র সমবেত হইয়াছি! এই এক বৎসর কাল মধ্যে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে ঘরে যে এই সভার দ্বারা কি অক্ষয় মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করা আমার অসাধ্য; আর আমি কে? সেই দানবদলন আদ্যদেবতা মধুসূদনের দাস বই ত আর কেহ নই! আমি সকলের দাস, দাসানুদাস,—

সম্মুখের শ্রেণী হইতে এক জন বৃদ্ধ।

[বাষ্পবিগলিত কণ্ঠে] মরি মরি কি পবিত্র ধর্ম্মভক্তি!

নিস্তারিণী বাবু।

আমাকে সভাপতি করা আপনাদের অনুগ্রহ মাত্র, মধুসূদন,

মধুস্থদন, হরি হে! বৃদ্ধের এই প্রার্থনা যে, পবিত্র আর্য্যধর্ম্মটা এ দেশ থেকে না লোপ পায়। আমি আর কি বোলবো, বুড়োর আর কি বলবার আছে?

[চতুর্দ্দিক হইতে।]

আহা হা মরি মরি!

নিস্তারিণী বাবু।

তবে একটা কথা, হরির কৃপায় যদিও অশেষ বাধা বিঘ্ন অনায়াসে আমরা লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েচি, কিন্তু এই কলি-কালে বিনা আর্থিক সাহায্যে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদের ব্যয় যে কত রকমে হয়, কোষাধ্যক্ষ মহাশয় এখনি তাহার হিসাব দেবেন, সভার কোন কর্ম্মকারীই বেতনভোগী নহেন, প্রকৃত দেশানুরাগ ও ধর্ম্মপ্রীতিই ইহাদের বেতন,—

[Hear Hear, মহা কলধ্বনি।]

আমি এখন আমাদের বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়কুলতিলক, পাশ্চাত্য ও আমাদের সনাতন শাস্ত্রজ্ঞ, সকলের আদর্শস্থল, নগেন্দ্রনাথ মিত্রকে প্রথম প্রস্তাব move করিতে বলিতেছি। নগেন্দ্র বাবুর বিষয় আর অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক; যাঁহাদের দু পাত ইংরাজি পড়িয়াই মাথা ঘুরিয়া যায়, এবং ইংরাজি ধর্ম্ম ও রীতি নীতি ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই ভাল দেখেন না, তাঁহাদের নগেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

[নাট্যশালার Pitএ ছয় জন গোরার প্রবেশ; পিছন হইতে ঠেলিতে ঠেলিতে Pitএর সম্মুখে আসিয়া তাহাদের আসন গ্রহণ।]

গোরা।

There must be some damn tamasha on. Let us see the fun!

পার্শ্বস্থ একটি যুবক।

আরে শালারা damn ডোম করেরে! আয় না, আমরাও গালাগালি দি।

জনৈক বৃদ্ধ।

না, এখানে বসব না, গোরার গা-ঘেঁসা হওয়া কিছু নয়, শেষে হরিনাম করতে গিয়ে পিলে ফাটিয়ে বাড়ী যাব?

হরি বাবু।

[দূর হইতে] Silence! Silence!

সকলের আবার ভৈরব নিনাদ; গোরার কণ্ঠস্বর সকল কণ্ঠ ডুবাইয়া Silence! Silence you bloody niggers!

হরি বাবু।

ও শালাদের বের করে দাও না।

নিস্তারিণী।

থাকতেই দাও না, ও শালারা ছোট লোক বই ত নয়, হরির কেমন একটা গোলমাল করা অভ্যাস।

নগেন্দ্র বাবু।

[উঠিয়া] প্রথম প্রস্তাব যাহা আমাকে সমর্থন করিতে হইবে, এই সভার মতে "আমাদের শাস্ত্রীয় প্রথা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং গৌরবান্বিত আর্য্যজাতি সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং পৃথিবীর মধ্যে আজিও আমরা ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ জাতি";—

এই প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। যে দেশের সতী সীতা ও সাবিত্রী, যে দেশের কবি কালিদাস, যে দেশের দর্শন সাঙ্খ্য ও বেদান্ত, যে দেশের সমাজ শ্রুতি স্মৃতির উপর গঠিত, সে দেশে পৃথিবীর অন্য কিছুরি আবশ্যক নাই, [Hear, Hear] আর যাঁহারা ইতিহাসের মর্ম্ম কিছুমাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, আমাদের এককালে কিছুরি অভাব ছিল না ; কি মানসিক শক্তি, কি শারীরিক বল বার্য্য, সব বিষয়েই এককালে আমরাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ছিলাম ; আর আজই বা কি ? হিন্দু পরিবারের মত সুখী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবার জগতে কোথায় আছে ? [Hear, Hear !] আজ আমি একটি একটি করিয়া, দু একটি প্রশ্ন, যাহা লইয়া এত গণ্ডগোল চলিতেছে, তাহারি মীমাংসা করিব। প্রথমে নাও বাল্যবিবাহ ; এ নতুন আইনে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, আমাদের পবিত্র নির্ম্মল পরিবারমণ্ডলীর মাঝখানে অনার্য্যের কলুষিত হস্ত প্রবেশ করিয়াছে, হে ব্রিটিশ সিংহ ! তুমি কি আর আমাদের রাখিলে, বাঙ্গালী জীবনের যা প্রধান সুখ, বালক বালিকার প্রথম দাম্পত্য সুখ, তাহাই কাড়িয়া লইলে, এত বড় জনতার মাঝখানে কে এমন মতিচ্ছন্ন আছেন যে, ইংরাজের এই অত্যাচার সমর্থন করেন ? যদি কেহ থাকেন, উঠিয়া তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করুন, আমি তাঁহাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

একজন ভদ্রলোক।

[দূরে Audienceএর মাঝখান হইতে উঠিয়া] বক্তার আহ্বান মতে আমি এ বিষয়ে দু একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি ; পরম বিজ্ঞ নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, বাল্য-বিবাহই

বাঙ্গালীর জীবনের প্রধান সুখ, আমার মতে বাঙ্গালী জীবনের শত দুঃখের মধ্যে বালিকা ভার্য্যার দারিদ্র্য ও রোগ শোকের সহিত যুদ্ধ সকলের অপেক্ষা হৃদয়বিদারী দৃশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি এ বিষয়ে Governmentএর হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। কিন্তু আমরা যদি অলস অন্ধেব মত সমাজের গভীর দুর্দ্দশা—

[পাশ হইতে চীৎকার।]

শালা ব্রাহ্ম, মার শালাকে !

জনৈক যুবক।

বালিকা ভার্য্যায় মন উঠবে কেন ? ভাই ভগ্নী না হলে কি হয় ? মার বেটাকে !

[সমস্ত রঙ্গালয়ে 'মার শালা ব্রাহ্মকে !' 'Silence ! Silence !' ইত্যাদি হট্টগোল।

নগেন্দ্র বাবু।

যে ভদ্রলোক এখন তাঁহার অনার্য্য বক্তৃতায় আমাদের মাথা হেঁট করিলেন, শোনা যাইতেছে তিনি ব্রাহ্ম ; তাহা হইলে এ বিষয়ে তাঁহার বলিবার কোন অধিকার নাই।

[একজন ভদ্রলোকের উঠিয়া রঙ্গালয়-ত্যাগ।

[জনৈক Salvation Armyর দলস্থ ইংরাজ ; গেরুয়া বসন, অনাবৃত-মস্তক ও খালি পা।]

Salvationist.

[উঠিয়া] ভদ্রলোকগণ! আপনাবা ছাপার কাগজে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তবে কেন এ প্রকার গোলমাল, বিশেষ

আপনারা যদি ডাক্তারদের Statistics পড়তেন তো বাল্য-বিবাহের স্বপক্ষে কথনই বলতেন না।

[চীৎকার।]

মার শালা কিস্তেন, কিস্তেন মার, কিস্তেন মার !

[সেই Salvation-ওয়ালা ও একজন পাদরী স্ত্রী-লোককে সবেগে নাট্যশালা হইতে বহিষ্করণ।

ছয়টা গোরা।

[একসঙ্গে রেলিং ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া পড়িয়া] Kill the niggers ! Kill the niggers !

[আর্য্য সভ্যগণের ঊর্দ্ধশ্বাসে দু ধারে পলায়ন।

জনৈক বৃদ্ধ।

মেরে পিশে ফেল্লে রে ! পালা রে !

হরি বাবু।

এইবারে শ্যামমাধব বাবু ! দেখা যাবে, ৬টা গোরাতে যদি ৬০০ লোককে কাবু করে, তা হলে ছাই—আর্য্য সভা টভা নিয়ে কি ধুয়ে থাব ?

নিস্তারিণী।

হরি বাবু যে রকম গোঁয়াব তুমি কাজ—গিরীশ বাবু, কাজ নেই গোলমালে, আপনি পুলিশে থবর দিন।

জ্যোতিন।

পুলিশে থবর দিতে দিতে যে আর্য্যসভার শ্রাদ্ধ এইথানেই গড়ায় ! ও নিস্তারিণী বাবু ! পালান, ঐ ! শালা বুঝি এই দিকে আসচে।

[নিস্তারিণী বাবু বেদী হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া Green-roomএর দিকে পলায়ন।

জ্যোতিন।

[যুগলকিশোরের কাছে গিয়া] বাবাজি ঠাকুর! এই বেলা পথ দেখ বাবা! আর শক্তি মক্তিতে কাজ নেই!

যুগল।

হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা, কমেন দিয়ে যাব বাবা, কমেন দিয়ে যাব বাবা?

[ব্যস্ত হইয়া পলায়ন।

নবদ্বীপের পণ্ডিত।

আমার চটী জোড়া বুঝি গোলমালে হারাল।

জ্যোতিন।

এখন প্রাণ নিয়ে পালাও ঠাকুর, প্রাণে বাঁচলে চটী জোড়া শিক্কিতে বেঁধে রেখো।

[একটা গোরার লাফাইয়া stageএ ওঠা; stageএর উপর কেবল মাত্র হরি ও জ্যোতিন বাবু।]

জ্যোতিন।

Go away you damn fool! What do you want here?

[একটাকে পদাঘাত।

একজন গোরা।

Well, Dick, it is time to clear out.

[সকলের একত্র পলায়ন।

হরি বাবু।

না, আজ থেকে এ সভা ছাড়লাম, সব বেটারাই ভণ্ড।

জ্যোতিন।

[অট্ট হাসি] আ আমার পোড়া কপাল! এঁরাই আবার ভারত উদ্ধার করবেন!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

নীরা ও ভূপেন।

দৃশ্যবিবৃতি।

ভূপেন বাবুর শয়নগৃহ; ঔষধের শিশি সাজান; রোগীর ঘরের গন্ধ। ভূপেন বিছানায় শুইয়া, মাথার কাছে বসিয়া নীরা।

ভূপেন।

দিদি!

নীরা।

ভূপেন!

ভূপেন।

দিদি! বাইরে বৃষ্টি পড়চে।

নীরা।

হ্যাঁ, তুমি বৃষ্টি দেখবে?

ভূপেন।

হ্যাঁ দিদি।

নীরা।

আচ্ছা, মোজাটা ভাল করে পরে নাও, তা না হলে হিম লাগবে।

[সোজা পরাইয়া ভূপেন বাবুকে কোলে করে জানালার কাছে লইয়া যাওয়া।

ভূপেন।

দিদি, আজ শিল পড়চে না?

নীরা।

[কোলে করিয়া পুনরায় বিছানায় শোয়াইয়া] শিল কি দাদা রোজ পড়ে? এবার যে দিন পড়বে, তোমায় দেখাব, এখন আর বুকে তত কষ্ট হচ্চে?

ভূপেন।

না।

নীরা।

তুমি আজ কেমন আছ ভুপেন?

ভূপেন।

ভাল, কবে আমি ভাত খাব দিদি?

নীরা।

অসুখ ভাল হলেই ভাত খাবে; শিগ্গির ভাল হবে; ভূপে! বাবা ফিরে এসেচেন, তুই বাবাকে দেখতে যাবি?

ভূপেন।

[মাথার দিকে তাকাইয়া। কই বাবা? হ্যাঁ দিদি, আমি বাবাকে দেখতে যাব, তুমিও যাবে?

নীরা।

হ্যাঁ, আমিও যাব।

ভূপেন।

তা না হলে কিন্তু আমি যাব না।

নীরা।

ভূপে! আজকে রাত্তিরেই আমরা যাব, তুই আর আমি, আর কেউ নয়, তোর ভয় করবে না, তুই কাঁদবিনি?

ভূপেন।

না দিদি, আমি তোমার কথা ত শুনি।

[দূর হইতে।]

ছোট বউ! ছোট বউ!

ভূপেন।

দিদি! তুমি যেও না দিদি!

নীরা।

এক্ষুনি আসচি যাদু, ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্চি, সে কত গল্প করবে অখন।

ভূপেন।

দিদি! আসবার সময় একটা বড় ফেনী বাতাসা আনবে?

নীরা।

আচ্ছা, আনবো অখন।

[প্রস্থান।

* * * * * *

[সেই গৃহ; গভীর নিশা; একটা পিতলের প্রদীপ হাতে প্রবেশ; চোখ জল জল করিয়া জ্বলিতেছে, রুক্ষ কেশ, নীরার পরিধানে অতি মলিন বেশ।]

নীরা।

[স্বগত] ভূপেনের খাটের কাছে আসিয়া] বাছার কাছে একটা ঝি পর্য্যন্ত শোয় না, বিষ্টির জলে যদি আরো অসুখ

যোগেশ।

যদি তা ইচ্ছে না হয়?

নীরদা।

যোগে ...শ, স্বামী, তুমি আজ আমায় বাধা দিও না, তুমি দে.. .া, কেউ দেবে না, বল, তুমি দেবে না।

যোগেশ।

.., আম দেব না; চল, আমি নিজে গিয়েই তোমাদের পঁউচে দিয়ে আসবো; নীবা! আমিই তোমার কাছে শত দোষে অপরাধী।

নীরদা।

[ভূপেকে রাখিয়া সহসা যোগেশেব বুক জড়াইয়া] যোগেশ, প্রাণেশ্বব, স্বামী, এত দিন পরে এ কি সৌভাগ্য আমার?

[কণ্ঠরোধ।

যোগেশ।

চল, শিগ্গিব গিয়ে রাস্তায় পড়ি, বাবা উঠে পড়লে সব গোল হয়ে পড়বে। চলো, নীচে থেকে একটা ছাতি নেব.অথন। তুমি হয় ত জান না তোমার কি ভয়ানক শবীরের অবস্থা হযেচে, বিষ্টিতে তোমাদের দুজনেরই অসুখ না বাড়লে হয়। এত রাত্রে গাড়ী পাওয়া দায়।

[যোগেশ প্রদীপ ধরিয়া আগে আগে, পশ্চাতে ভূপেকে কোলে করিয়া নীবার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

জয়নারায়ণ বাবু, একজন সুপ্রসিদ্ধ উকিল; সুকুমার বাবু, আর একজন সুপ্রসিদ্ধ উকিল; ভোলানাথ বাবু, নগেন বাবু, লেখকদ্বয়।

দৃশ্যবিবৃতি।

কেশব বাবুর পাঠগৃহ; বিকাল বেলা; সকলের সম্মুখে একটা করিয়া চায় পেয়ালা, দু একজনের মুখে Cigarate।

জয়নারায়ণ বাবু।

মনে করুন দশ পনের বছর আগে আমাদের কি অবস্থা ছিল, আজ কি হয়েছে। আরু ১৫।২০ বছর আগে গেলে আরু তফাৎ টের পাবেন। আমাদের Political Power, আমাদের Intellectual Power, কত বেড়েচে। ইংরেজ এখন প্রতি কথায় আমাদের ভয় করে চলে।

ভোলানাথ বাবু।

আর মনে করুন Progress ত জগতের সর্ব্বত্রই এমনি করেই হয়। নগেন বাবু! আপনি বলছিলেন, এদেশে জন্মান একটা পাপের ফল; আমার ত মনে হয়, বিশেষ পুণ্যের ফল। স্বীকার করি বটে, আমাদের প্রাপ্তি আমাদের আশার চেয়েও অনেক কম, কিন্তু এই তৃষ্ণা, এই Struggle, এতেই ত জীবনের প্রধান সুখ, এই গভীর Tragedyর মাঝখানেই ত Individual Heroism আর চিন্তার প্রধান সুখ।

নগেন বাবু।

আপনি কি বলচেন আমি ঠিক বুঝতে পাচ্চিনে ; কবির পক্ষে, কিম্বা যে শুধু দাঁড়িয়ে দেখচে, তার পক্ষে মনুষ্য-জীবনের সকল অঙ্কেই একটা রহস্য, একটা Interest আছে, কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। আমরা আমাদের জাতীয় ভবিষ্যতের কথা বিচার করচি। আমার মতে ত সে ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার। অনেক কষ্টে যে নির্ভীকতা, যে সত্যপ্রিয়তা, যে যথার্থ দেশহিতৈষিতা রামমোহন রায় প্রচার করিলেন, অতি যত্নে যে নির্ম্মল জ্ঞানালোক ও মহৎ চরিত্র ও স্বার্থত্যাগের আদর্শ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিদ্যা-সাগর মহাশয় জ্বালাইলেন, এবং বঙ্কিম স্বীয় প্রতিভায় সাহিত্য-আলোকে বঙ্গের নিবিড় তিমির নাশ করিলেন, সে সবি ত আমরা ক্রমে ক্রমে হারাইতেছি। আমাদের Poletical Power—এ Power—সে Power—নিয়ে কি হবে?

জয়নারায়ণ বাবু।

নগেন বাবু, আপনি ভুল করচেন, আপনি জাতীয় জীবন ও Individual জীবনের সঙ্গে গোল করচেন ; একজন বঙ্কিম, একজন রামমোহন রায় একটা জাতি নয়।

কেশব।

হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি, মনে করলে আমরা সকলেই কিছু কিছু করতে পারি, আমাদের যা কিছু আছে, সব দেশের জন্য বিসর্জ্জন করতে আমরা ত সকলেই কৃতসঙ্কল্প হয়েচি।

সুকুমার বাবু।

এ সব কথা ত অনেক দিন হয়ে গেছে, আমরা এখন মিছে সময় নষ্ট করচি। কাজ দরকার, কথা ত আমরা অনেক

কয়েচি ;—আমরা সব কলকাতা থেকে এলাম আপনার কাছ থেকে একটা পাকাপাকি জবাব পাবার জন্য। এই Reform Associationর আপনি President হবেন কি না? আমাদের উদ্দেশ্য ত আপনি সবি জানেন।

কেশব।

[কিছুক্ষণ ভাবিয়া] আমি স্বীকার হ'লাম।

[দোরের সম্মুখে গাড়ী যাবার শব্দ ; কিছুক্ষণ পরে বেহারার প্রবেশ।]

বেহারা।

হজুর! বড়া বাবু আয়ে হ্যাঁয়।

কেশব।

কোন বড়া বাবু?

বেহারা।

হজুর! কলকত্তেসে বড়া বাবু আয়ে হ্যাঁয়।

কেশব।

হ্যাঁ, দাদা।

সুকুমার।

আজ তা হলে আমরা উঠি, আপনি হয় ত এখন একটু ব্যস্ত থাকবেন, আমরা আবার কাল আসবো অখন।

কেশব।

[বেহারার দিকে] আচ্ছা, হম আতা হ্যায় ; না, আপনারা যদি ঐ ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য বিলম্ব করেন,—এ কথাটার আজি একেবারে শেষ করে ফেলা উচিত।

সুকুমার।

আপনি ত এক রকম স্বীকৃতই হয়েচেন।

কেশব।

হ্যাঁ, তবু আমার পাঁচ মিনিটের বেশী হবে না।

[সকলের উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ; দরজার পরদা ফেলা; সম্মুখে পদধ্বনি।]

[বাহির হইতে।]

কেশব! কেউ নাই ত? আমরা আসতে পারি?

কেশব।

আমরা—[উঠিয়া দাঁড়াইয়া] হ্যাঁ এস না।

[যোগেশ ও নীরার প্রবেশ; নীরা একটা মলিন দোলাইয়ে আচ্ছাদিত, মুখ বিশীর্ণ, দুয়ারের এ পারে আসিয়া নিঃস্পন্দ, অবনীবদ্ধদৃষ্টি।]

কেশব।

দাদা একি?

নীরদা।

বাবা! জেঠামশায়কে কিছু জিগ্যেস করো না, আমি আপনি পালিয়ে এসেচি।

[ভগ্ন কণ্ঠস্বর, গণ্ড বহিয়া দু এক বিন্দু অশ্রুজল বাম হস্তের পিছন দিয়া অপনয়ন।

কেশব।

[নীরার চখের দিকে অনিমিষ তাকাইয়া] এক বছরের মধ্যে দাদা একি, এই কি আমার মেয়ে? নীরা, তোর ত

কোন অসুখ করেনি, দাদা একি সর্ব্বনাশ? আমি ত কিছু বুঝতে পারচিনে, ভূপে কোথায়?

নীরদা।

তার অসুখ করেচে, ঠাকুমা তাকে চিকিৎসার জন্য সেখানেই রেখে দিলেন।

কেশব।

না না, দাদা! আর কারো কাছে নয়, আমিই তার চিকিৎসা করবো, এখুনি তাকে আনিয়ে নাও।

যোগেশ।

তা কালকেই আনিয়ে নিচ্চি, কেশব! তুমি কি মনে করো—

কেশব।

না না, দাদা! রাগ করো না, মনে করো না তোমার উপর রাগ করচি, তোমার দোষ কি? দোষ সমস্তই আমার। দাদা, তুমি নীরিকে নিয়ে এক মিনিট ঐ ঘরটাতে দাঁড়াও, দু এক জন ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করচেন।

যোগেশ।

এস মা!

[অন্য ঘরে প্রস্থান।

কেশব।

[উঠিয়া] সুকুমার বাবু!

[সকলের প্রবেশ।]

কেশব।

আপনারা আমাকে মাফ করবেন, আর আমাকে—

সুকুমার বাবু।

না কই, আমাদের ত বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হয়নিকো, আজ তবে আমরা আসি।

কেশব।

কিন্তু আমি ত কিছু স্থির করতে পারলাম না, এত বড় ভার আপনারা আমায় দেবেন না, আমি হয় ত পারবো না; না, আমি স্থির করেচি, আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না।

জয়নারায়ণ।

অবশ্য এ ভার নেওয়া কি না নেওয়া আপনার ইচ্ছা, কিন্তু একটা মনে রাখবেন, আজ আপনি স্ব ইচ্ছায় আপনার নিজের ক্ষমতার অপমান, ভারতমাতার অপমান করচেন।

ভোলানাথ।

আর মনে করুন, যদিই আপনার এ ব্রত গ্রহণ করতে একটা মহা স্বার্থত্যাগ কর্‌তে হয়, যদি প্রাণে একটা খুব ব্যথাই পান, সেই ত জীবনের প্রধান সুখ, এই ভাঙ্গা জীবনহীন বাঙ্গালী জীবনের Tragic Romance।

কেশব।

ভোলানাথ বাবু! আপনি দূরে, আমি বড় কাছে; আপনার Tragic Carএর চাকা আমার বুকের উপর দিয়ে গেছে, আমি চাপা পড়েচি। আমাকে দিয়ে দেশের উপকার—সুকুমার বাবু! আমার হাতে কোন দাগ দেখ্‌তে পাচ্চেন? রক্তের দাগ? স্ত্রী কন্যা বধের দাগ? না, না, এ হাত কলুষিত, মাতা জন্মভূমি আমার পূজা গ্রহণ করবেন না, আপনারা আমায় মাফ করুন।

সুকুমার।

আপনি স্থির হন, ভগবান দুঃখ সকলের কপালেই দিয়েচেন, আপনার মত মহৎ ব্যক্তির এত অধীর হওয়া উচিত নয়। আমরা আজ আসি, আবার সাক্ষাৎ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

কেশব।

[স্বগত] মহৎ ব্যক্তি,—পৃথিবী ঘুরিতেছে—সংসার ঘুরিতেছে,—আমি তাই ঘুরিতেছি—অঃ কি, বকি, কি না না? তা নয়, বাড়ীতে আর কার Consumption ছিল না শুনেছিলাম? নীরা নীরা, কোথায় মা!

নীরদা।

[প্রবেশ করিয়া] বাবা!

[পিতার মাথা বুকে রাখিয়া, অত্যন্ত উজ্জ্বল নয়ন, মুখ পাংশুবর্ণ, গভীর রূক্ষ কাশী।

কেশব।

[চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া] 'সমাজ', 'মাতৃ-আজ্ঞা', দাদা! একি? আমায় ত কেউ কিছু বলেনি?

তৃতীয় দৃশ্য।

চরিত্রবিবৃতি।

নীরা, কেশব, যোগেশ, ঠাকুমা, সন্ন্যাসী এবং ডাক্তার প্রভৃতি।

দৃশ্যবিবৃতি।

কলিকাতায় কেশবের বাড়ীর দ্বিতলের একটা মস্ত ঘর; সুন্দর প্রভাত; চারি দিকের জানালা খোলা; অতি সুশৃঙ্খল করিয়া চারি দিকে ঔষধ-পত্র সুসজ্জিত; শুভ্র শয়নে নীরদা শয্যাশায়িনী। শিয়রের কাছে বসিয়া ঠাকুরমা; যোগেশ বাবু নীরার হাত নিজের হাতে রাখিয়া। ঘরের দূর কোণে একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তার ও কেশব দাঁড়াইয়া; কেশবের একটা থান কাপড় ও বেনিয়ান, অত্যন্ত শ্রীহীন; তাঁহাকে বয়োবৃদ্ধ দেখাইতেছে।

ডাক্তার।

Good bye Mr. Mitter—I am sorry for you. It seems a case of very rapid galloping consumption—Both the lungs are quite gone. I hope the darling child will not have to suffer long.

কেশব।

Thank you Doctor. Let me see You to your carrage.

[দুই জনের প্রস্থান।

নীরা।

[ক্ষীণ স্বরে] ঠাকুমা! আজ ভূপে কেমন আছে?

ঠাকুমা।

আজ আছে ভাল, কাল ভাত খেয়েচে, তাকে দেখবি? ডাকব?

নীরা।

না ঠাকুমা, তাকে এখানে ডেকনা; না, আমি একেবারে ভাল হয়ে গিয়ে তাকে দেখবো।

ঠাকুমা।

মা! এ বুদ্ধি টুকু নিজের বেলায় যদি খাটাতে, ভাজের জন্য এ গতর না খাটালে ত এ সর্ব্বনাশ হত না।

নীরা।

না ঠাকুমা, আমার এ অসুখ আপনি হয়েছিল, কিন্তু এখন ত আমি অনেক ভাল আছি।

[গভীর অন্তরুত্থিত কাশী।] যোগেশ বুকে হাত দিয়া ধরিয়া।

ঠাকুমা।

গয়ারটা তুলে ফেল মা।

নীরা।

[অত্যন্ত ক্ষীণ নিশ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে] পাচ্চিনে ঠাকুমা, [ব হে গয়ার তুলিয়া] রক্ত আছে।

যোগেশ।

না, শুধু গয়ার।

[কেশবচন্দ্রের দ্রুতপদে প্রবেশ।]

কেশব।

দাদা, আস্তে উঠিয়ে ধরেছিলে ত?

যোগেশ।

হ্যাঁ।

ঠাকুমা।

ডাক্তারে কি বল্লেরে কুড়ো? বাছা ত আগেকার চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্চে।

কেশব।

হ্যাঁ, ডাক্তারও তাই বল্লে।

নীরা।

বাবা! আমি ভাল হলে কলম্বো নিয়ে যাবে?

কেশব।

তোমার জন্যে ত সেখানে বাড়ীভাড়া করেচি।

নীরা।

[খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া] বাবা, ঠাকুমা, জেঠা-মশায়, তোমরা সবাই আমার কাছে বোসো, আমার প্রাণ কেমন কর্‌চে [কণ্ঠরোধ] বাবা, বাবা, যদি আমি মরে যাই?

[কেশব নীরার মুখে বুকে হাত বুলাইয়া।]

ঠাকুমা।

ছি মা, অমন করো না, তুমি এখন ত কত সেরে উঠেছ, যন্ত্রণা হচ্চে কিনা, তাই এমন প্রাণ আই ঢাই কর্‌চে।

[নীরা পুনরায় অনেকক্ষণ ধরিয়া ভয়ানক কাশী।]

কেশব।

নীরা, এখন আর বেশী কথা কয়ো না।

নীরা।

[অতিশয় ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে] না বাবা, তোমাদের সঙ্গে

কথা কয়নি, যদি মরি। বাবা, চিঠি খানার জবাব দিয়েচে? আমায় একবার দেখতে আসবে না?

যোগেশ।

আস্‌বে বই কি, যে তার বাপ, বাপের ভয়ে আস্‌তে পারে না, আজকেই হয় ত আসবে।

ঠাকুমা।

অমন বাপের মুখে নুড়ো জেলে দি, আর ছেলেটির বা আক্কেল কি?

যোগেশ।

রুগীর কাছে বসে মা তুমি অত মিছি মিছি বোকো না।

ঠাকুমা।

বোকলাম আর কই ছাই, বক্‌বার কি আমায় পরমেশ্বর দিন দিয়েচেন?

নীরা।

জেঠামশায়! আস্‌বে বলে পাঠিয়েচে?

যোগেশ।

হ্যাঁ মা, বলে পাঠিয়েচে।

[সিঁড়ির কাছে পদশব্দ, নীরা বিস্ফারিত নয়নে
সেই দিকে চাহিয়া দেখা।]

ভৃত্য।

[প্রবেশ করিয়া] হজুর! এক সন্ন্যাসী আকে বাবাকো দেখনে মাঙ্গতা হ্যায়।

কেশব।

হাঁকায় দো।

ঠাকুমা।

না না, সন্ন্যাসী! তাড়িয়ে দেবে কি? ডেকে আন, মেয়ের অকল্যাণ হবে যে।

কেশব।

মা, এখন আর বেশী গোলমাল কোরো না, সন্ন্যাসীকে দেখিয়েই বিদায় দিও। [ভৃত্যের প্রতি] বোলাও।

[হস্তে সেতার সন্ন্যাসী ও ভৃত্যের প্রবেশ।]

সন্ন্যাসী।

[দ্রুতপদে নীরার কাছে গিয়া।] বিবি, বিবি, বিবিজান, বেটী মেরে!

কেশব।

[ভগ্নকণ্ঠে।] কাশীনাথ! কাহাঁসে কাশীনাথ!

সন্ন্যাসী।

সব মায়া সব মায়া, সব এক হ্যায় বেটা, রোও মৎ। তুঁহাবি বেটীকে দোয়াসে হম সন্ন্যাসী, হম পায়া বুড়া ব্রহ্মকো [অতি সাবধানে নীরার অত্যন্ত কাছে গিয়া] হম বাজায়ে শুনেগি বেটী?

নীরদা।

[শান্ত সুন্দর স্বরে] পরমেশ্বর ধন্য! এ সময়ে আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন; বাবা, মরতে আর আমি ভয় পাইনে;

[ভয়ানক কাশী।

[সন্ন্যাসী মাটীতে বসিয়া সেতার হাতে করিয়া মধুর কোমল ঝঙ্কার, আর সকলে নিস্তব্ধ।]

নীরা।

ঠাকুমা,—একটু জল—হৃদ—দাও।

ঠাকুমা।

এই যে মা দি।

[ছোট কাঁচের গ্লাসে দুধ দেওন।

কেশব।

সাবধান মা।

ঠাকুমা।

[কাতর স্বরে] ও কুড়ো! মেয়ে কেমন করচে [আরো ভীত স্বরে] ও কুড়ো! একি? মেয়ে এমন আড়ষ্ট কাঠ পানা হল কেন?

কেশব ও যোগেশ।

[তাড়াতাড়ি গিয়া নীরাকে তুলিয়া ধরিলেন।

[সহসা সেই সময়ে বাড়ীর বাহিরে খোল খত্তাল প্রভৃতির অত্যন্ত গোলমাল।]

[নিতাইয়ের প্রবেশ।]

কেশব।

বাহিরে গোলমাল কিসের? শিগ্গির থামাও, যাও, বেটাদের টাকা দিয়ে হ'ক যেমন করে হ'ক, থামাও।

নিতাই।

সেই কথাই বলতে এলাম; নিস্তারিণী বাবুর হরি-সভার নগরকীর্ত্তন হচ্চে, আমি নিস্তারিণী বাবুকে বারণ করাতে তিনি আমায় মারতে এলেন।

[নীরা নিশ্বাসরুদ্ধের মত দুই বার উকি, তার পরে মাথা পিছনে ঝুলিয়া পড়িয়া শরীর হিম মত। [তখনও বাহিরে গোলমাল, গান।]

মোরা সবে আর্য্যের সন্তান, এস তুলি ধর্ম্মেরি নিশান।

কেশব।

দাদা আর কেন? শুইয়ে দাও।

[তখনো সন্ন্যাসীর সেই ধীর স্থির মধুর বাদ্য।]

ঠাকুমা।

ওরে বাবারে, আমার কি সর্ব্বনাশ হলোরে, আমার সোনার পুতুল কোথায় গেলরে।

[বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন]

কেশব।

[উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া রাস্তার ধারের জানালার কাছে গিয়া] নিতাই নিতাই! শিগ্‌গির আমার বন্দুকটা আনে দৌড়ে গিয়ে—দৌড়ে।

যোগেশ।

[উঠিয়া] কেশব! তুমি আপনাকে ভুলে যাচ্চ, দুষ্টের দ ভগবানের হাতে, আমরা কে?

[রাস্তার সম্মুখের জানলা বন্ধ করিয়া দেওয়া

কেশব।

ভগবান? দাদা ভগবান কোথায়? দাদা, আমার এ সর্ব্বনাশ হ'ল?

[সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতন

[তখনো সন্ন্যাসীর সেতার ধীর মধুর ঝঙ্কারিত।]

যবনিকাপতন।